Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি

Subject Code 2 0 2 1 0 6

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান- ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা — ১৫

খ. উপস্থিতি — ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান- ৮০**

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে- — ১৫ × ৪ = ৬০

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে- — ৫ × ৪ = ২০

সর্বমোট = ১০০

Exclusive Suggestions

'ক' বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন

মান- ১৫ × ৪ = ৬০

সম্ভাবনার হার		
৯৯%	১।	অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামি অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [Define economics. Discuss the difference between the Islamic economy and the modern economy.]
৯৯%	২।	চাহিদা ও যোগান বলতে কী বুঝ? চাহিদা ও যোগানের সনাতন তত্ত্বটি আলোচনা কর। [What do you mean by demand and supply? Discuss the conventional theory of demand and supply.]
৯৯%	৩।	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ইসলামে কেন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দ করা হয়? আলোচনা কর। [Write the difference between perfect competitive market and monopoly market. Why the perfect competitive market is preferable in Islam? Discuss.]
৯৯%	৪।	ইসলামি ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর। [What do you mean by 'Islamic Bank'? Discuss the functions of Islamic Bank.]
৯৯%	৫।	ইসলামে আয় ও ব্যয়ের ধারণা দাও। হালাল উপার্জনের বৈধ পন্থাগুলো আলোচনা কর। [Give the concept of expenditure and income in Islam. Discuss the rightful method of income.]
৯৯%	৬।	ইসলামি ভোক্তা কাকে বলে? একজন ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [What do you mean by Islamic consumer? Distinguish between an Islamic consumer and conventional consumer.]
৯৯%	৭।	অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? উৎপাদনের উপকরণগুলোর বিবরণ দাও। [What is mean by production in economics? Discuss about factors of production.]
৯৯%	৮।	ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ বিস্তারিত আলোচনা কর। [Discuss in details the reason of interest being unlawful in Islam.]
৯৯%	৯।	অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর। [Define economics. Discuss the scope or subject-matter of economics.]
৯৯%	১০।	ইসলামি অর্থনীতি বলতে কী বুঝ? ইসলামি অর্থনীতির প্রকৃতি আলোচনা কর। [What do you mean by Islamic economics? Discuss the nature of Islamic economics.]

সম্ভাবনার হার

খ বিভাগ– সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

মান– ৫ × ৪ = ২০

৯৯% ১১। মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
[Make a distinction between profit and interest.]

৯৯% ১২। তাকাফুল বা ইসলামি বিমা কী?
[What is Takaful or Islamic insurance?]

৯৯% ১৩। যাকাতের নিসাব আলোচনা কর।
[Discuss the Nisab of Zakat.]

৯৯% ১৪। অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা কর।
[Discuss nature and scope of economics.]

৯৯% ১৫। মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বুঝ?
[What do you mean by inflation?]

৯৯% ১৬। ইসলামে শ্রম নীতির ব্যাখ্যা কর।
[Explain the labour policy in Islam.]

৯৯% ১৭। বাংলাদেশের পাঁচটি ইসলামি ব্যাংকের নাম লেখ।
[Write down the name of five Islamic banks in Bangladesh.]

৯৯% ১৮। উপযোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
[Write the characteristics of utility.]

৯৯% ১৯। ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ লিখ।
[Write the mode of operations of an Islamic Bank.]

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি

Solution to Exclusive Suggestions

ক বিভাগ– রচনামূলক প্রশ্ন

মান– ১৫ × ৪ = ৬০

■ প্রশ্ন : ১ ॥ অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামি অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।
[Define economics. Discuss the difference between the Islamic economy and the modern economy.]

উত্তর।। ভূমিকা : অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতা মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। অভাব পূরণের লক্ষ্যে মানুষকে তাই দৈনন্দিন জীবনে নানামুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। আলফ্রেড **মার্শাল** দৈনন্দিন জীবনের এরূপ সাধারণ কার্যকলাপকেই اَلْاِقْتِصَاد **বা** অর্থনীতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

➲ অর্থনীতির সংজ্ঞা

অর্থনীতির সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ, অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে সময়ের ব্যবধানে অর্থনীতির সংজ্ঞার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Economics' প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Oikonomia' হতে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ গার্হস্থ্য পরিচালনা। গ্রিক দার্শনিক **এরিস্টটল** অর্থনীতিকে 'গার্হস্থ্য বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে **এ্যাডাম স্মিথ** এবং তার অনুসারী অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. **এ্যাডাম স্মিথ** এর মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"
২. অর্থনীতিবিদ **জন স্টুয়ার্ট মিল** এর মতে, "অর্থনীতি হলো সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান।"
৩. অধ্যাপক **মার্শাল, ক্যানান, পিগু** প্রমুখ নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে "কল্যাণের বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন।"
৪. অধ্যাপক **মার্শাল** বলেন, "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life." অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।
৫. অধ্যাপক **এল. রবিন্স, কেয়ার্নক্রস, স্যামুয়েলসন** প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন।
৬. অধ্যাপক **এল. রবিন্স** বলেন, "Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses." অর্থাৎ, অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্কবিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে।
৭. আধুনিক অর্থনীতির জনক **পি.এ. স্যামুয়েলসন** বলেন, "কীভাবে মানুষ ও সমাজ অর্থ দ্বারা এবং অর্থ ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে বিভিন্ন উৎপাদন কাজে নিয়োগের জন্য নির্বাচন করে এবং কীভাবে সমাজ ও জনসাধারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের নিমিত্তে বণ্টন করে তার আলোচনাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।"

➲ ইসলামি অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

১. **সংজ্ঞাগত :** অর্থনীতির পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "অর্থানীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানবকল্যাণের সাথে সম্পর্কিত দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।" অপরদিকে ইসলামি অর্থনীতি বলতে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার আচরণের সুসংবাদ বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নকে বুঝায়।
২. **উৎসগত :** সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ প্রভৃতি প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ মূলত মানবরচিত ব্যবস্থা। এ্যাডাম স্মিথ, এল. রবিনস, মার্শাল, কীনস, কার্ল মার্কস, লেলিন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও মনীষীদের চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিই হলো এসব আধুনিক অর্থব্যবস্থা। অন্যদিকে, ইসলামি অর্থনীতি কোনো মানবরচিত অর্থব্যবস্থা নয়। ইসলামি অর্থনীতির মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ।

৩. **সম্পদের মালিকানা :** ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের একচেটিয়া মালিক ব্যক্তি নিজেই; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। আর ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা। মানুষ এসব সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যক্তির ইচ্ছামতো সম্পদ ব্যয় ও কুক্ষিগত করার সুযোগ নেই। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে এসব সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৪. **ব্যক্তিমালিকানার ধারণাগত :** ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি হলো ব্যক্তিমালিকানা। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানার কোনো স্থান নেই। সমাজতন্ত্রে সবকিছুই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। অন্যদিকে, ইসলামি অর্থনীতি হলো এ দুইয়ের মাঝামাঝি এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। ইসলামি অর্থনীতিতে একদিকে যেমন ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত; অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তির সম্পদের নির্দিষ্ট অংশের উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থাৎ সম্পদহীনদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তাদের (সম্পদশালীদের) ধনসম্পদে গরিব, দুঃখী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"

৫. **কল্যাণগত :** ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কেবল ইহলৌকিক কল্যাণের বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের পরকালীন কল্যাণের বিষয়টির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

৬. **মতাদর্শগত :** সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি মূলত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যানধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি হলো ইসলামি ভাবধারা ও ইসলামি জীবনাদর্শ। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থারই একটি অংশবিশেষ হলো ইসলামি অর্থনীতি।

৭. **প্রতিযোগিতা :** আধুনিক অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, ফলে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্রে যদিও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা নেই, তবে রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা আছে। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে সত্য ও কল্যাণের পথে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়।

৮. **উৎপাদন পদ্ধতি :** আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং পরিকল্পনাভিত্তিক উৎপাদন চলে; কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে একজন উৎপাদনকারী চাইলে যে-কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। এক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি জড়িত। ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন চলে আল কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী।

৯. **ধর্ম :** আধুনিক অর্থনীতি ধর্মবিরোধী নয়। তবে এখানে ধর্মকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজের বাইরে রাখা হয়েছে। সমাজতন্ত্র ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার মনে করে। তাই সমাজততন্ত্র ধর্মকে উপেক্ষা করে; কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি মূলত ধর্মভিত্তিক অর্থনীতি। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী এ অর্থনীতি পরিচালিত হয়।

১০. **দারিদ্র্য বিমোচন :** আধুনিক অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলো ধনীকে আরও ধনী করে এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে। এ অর্থব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হয়। অথচ ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল হলো দারিদ্র্য বিমোচন।

১১. **নীতিবোধগত :** প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থ উপার্জনই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অর্থ উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে নীতিবোধের কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে, ইসলামি অর্থনীতিতে নৈতিকতাবিরোধী ও ইসলাম কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত পথে উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এজন্য ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ, ঘুষ, কালোবাজারি, মজুতদারি, মুনাফাখোরি প্রভৃতি অবৈধ ঘোষিত পন্থায় অর্থ উপার্জন সমর্থন করা হয় না।

১২. **মানুষ সম্পর্কে ধারণাগত :** সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গণ্য করা হয়; তবে সে সমাজ ও সমষ্টির গোলাম। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও মানুষকে প্রধানত সামাজিক জীব হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। আর, ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষকে শুধুমাত্র সামাজিক জীব হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না; বরং মানুষকে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক জীব হিসেবে দেখা হয়।

১৩. **ব্যক্তির অবস্থানগত :** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি নিজের জন্যই কাজ করে। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে এবং সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির অবস্থান অনেকটা যন্ত্রের মতো। অন্যদিকে, ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যক্তি নিজের জন্য, সমাজের জন্য ও আল্লাহর জন্য কাজ করে থাকে।

১৪. **সুদ প্রথাগত :** প্রচলিত বা আধুনিক অর্থব্যবস্থায় যাবতীয় কর্মের ভিত্তি হলো সুদ। অন্যদিকে ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।

১৫. **যাকাত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে :** ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যাকাতের স্থান নেই। অন্যদিকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা হলো যাকাতভিত্তিক।

১৬. **সম্পদ ভোগগত :** আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অর্থাৎ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনে ভোগের প্রবণতা বাড়ানোর প্রতি উৎসাহিত করা হয়। অন্যদিকে ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষকে সম্পদ ভোগের চেয়ে ত্যাগের প্রতি অধিক উৎসাহ প্রদান করা হয়।

১৭. অগ্রাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে : মানুষের অসংখ্য অভাবের মধ্যে তুলনামূলক কোনটি আগে পূরণ করা হবে– এ অগ্রাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ব্যক্তির ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। ফলে এ ব্যবস্থায় সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। একইভাবে সমাজতন্ত্রে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ফলে ব্যক্তির প্রয়োজন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। অন্যদিকে ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষের অভাবসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, اَلْاِقْتِصَاد তথা অর্থনীতি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কীভাবে মানুষ দুষ্প্রাপ্যতাকে অভাবের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে এবং এসব প্রচেষ্টা কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাই আলোচনা করে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে অধিকাংশ আধুনিক অর্থনীতিবিদ সম্পদের 'স্বল্পতা' ও 'নির্বাচনজনিত' সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রচলিত অন্য যে-কোনো অর্থব্যবস্থার তুলনায় ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনেক বেশি কল্যাণকামী ও ন্যায়ভিত্তিক। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রে রাজনৈতিক বা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি সেখানে নেই। আবার সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও আত্মিক স্বাধীনতা নেই। একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থাই এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনে সক্ষম।

■ প্রশ্ন : ২ ॥ চাহিদা ও যোগান বলতে কী বুঝ? চাহিদা ও যোগানের সনাতন তত্ত্বটি আলোচনা কর।

[What do you mean by demand and supply? Discuss the conventional theory of demand and supply.]

উত্তর।। ভূমিকা : চাহিদা ও যোগান ব্যষ্টিক অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে একজন ক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায় এবং তার জন্য অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলে তাকে চাহিদা বলে। অপরদিকে, বিভিন্ন দামে একজন বিক্রেতা যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে যোগান বলে। চাহিদা ও যোগান সনাতন বিধি মেনে চলে।

➲ চাহিদার সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে চাহিদা বলতে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা বা অভাবকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। যেমন–

ক. কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা;
খ. দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা এবং
গ. অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।

যেমন– একজন ভিক্ষুকের শহরে বাড়ি বা গাড়ির মালিক হতে চাওয়া চাহিদা হবে না। কারণ ভিক্ষুকের বাড়ি বা গাড়ি ক্রয়ের সামর্থ্য নেই। উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়কে কার্যকর চাহিদা বলে। অর্থনীতিতে চাহিদা শব্দটি কার্যকর চাহিদা অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ 'চাহিদা'কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। যেমন–

১. অধ্যাপক **পেনসন (Penson)**-এর মতে, "কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকলে তাকে চাহিদা বলে।"
২. অর্থনীতিবিদ **ববার (Bober)**-এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বাজারে ক্রেতারা বিভিন্ন দামে বা বিভিন্ন আয়ে অথবা সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের বিভিন্ন দামে, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য বা সেবার যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে তাকে চাহিদা বলে।"
৩. অর্থনীতিবিদ **বেনহাম (Benham)**-এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বলে।"
৪. অধ্যাপক **র‍্যাগান** এবং **থমাস (Prof. Ragan & Thomas)**-এর মতে, "চাহিদার পরিমাণ হলো সে পরিমাণ দ্রব্য যা ভোক্তা নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে অর্থনীতিতে চাহিদাকে সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনে চাহিদার প্রচলিত সংজ্ঞা দাঁড়ায়– একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা বা ক্রেতাগণ প্রকৃতিতে বা বাজারে সরবরাহকৃত একটি দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত, তাকে চাহিদা বলা হয়।

➲ যোগানের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে যোগান বা সরবরাহ বলতে কোনো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বর্তমান থাকে তাকে বুঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে 'যোগান' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকেই বুঝায়।

দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মোট পরিমাণকে 'মজুত' বলে। বিক্রেতাগণ ঐ মজুতের যে অংশ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে রাজি বা প্রস্তুত থাকে তাকেই যোগান বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীর নিকট বিক্রয়যোগ্য মোট ১০০০ কুইন্টাল চাল রয়েছে। বাজারে চালের দাম প্রতি কুইন্টাল, ৫০০ টাকা। এ দামে বিক্রেতা ৬০০ কুইন্টাল চাল বিক্রি করতে রাজি আছে। এটাই হলো যোগান।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. অধ্যাপক **র‍্যাগান** এবং **থমাস** এর মতে, "কোনো ফার্ম নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছা পোষণ করে তাই হলো যোগান।" ("Quantity supplied is the amount of a good that firms wish to sell at a particular price." –Prof. Ragan & Thomas)।

২. অধ্যাপক **মেয়ার্স (Prof. Meyers)**-এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হয় তার তালিকাকে যোগান বলে।"

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকেই অর্থনীতিতে 'যোগান' বলা হয়।

➲ চাহিদার সনাতন তত্ত্ব

কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে। এ চাহিদা বিধিই চাহিদার সনাতন তত্ত্ব। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কোনো স্বাভাবিক দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে তার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দাম বৃদ্ধি পেলে তার চাহিদা হ্রাস পায়। দাম ও চাহিদার মধ্যে এরূপ বিপরীতমুখী সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। চাহিদা বিধি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অপরিবর্তিত ধরা হয় সেগুলো হলো– ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস, পছন্দ, ভোক্তার সংখ্যা, সম্পর্কিত দ্রব্যগুলোর দাম, সময় ইত্যাদি।

বিধিটি বর্ণনা প্রসঙ্গে **অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল** বলেন, "চাহিদার পরিমাণ দাম কমার সাথে বাড়ে এবং দাম বাড়ার সাথে কমে।" চাহিদা বিধি/চাহিদার সনাতন তত্ত্বটি সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

চাহিদা সূচি

একক প্রতি দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
১	৮
২	৬
৩	৪
৪	২

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের একক প্রতি দাম ১ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ৮ একক হয়। দাম বৃদ্ধি পেয়ে একক প্রতি যথাক্রমে ২ টাকা, ৩ টাকা ও ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৬ একক, ৪ একক ও ২ একক হয়। অর্থাৎ দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বিপরীতক্রমে, দাম ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকলে চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য যে, চাহিদা সূচির ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়। চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা। অন্যান্য সব বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কীরূপ হবে তা যে রেখায় নির্দেশ করা হয়, তাকে চাহিদা রেখা বলে। সুতরাং দেখা যায়, চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা উভয়ই দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে তাই চাহিদা সূচি অবলম্বনে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়।

চাহিদা রেখা অঙ্কন : উপরে উল্লিখিত কাল্পনিক চাহিদা সূচিকে চাহিদা রেখায় প্রকাশ করা হলো :

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী দাম যখন ৪ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ২ একক। এখন OX রেখায় ২ সূচক বিন্দু এবং OY রেখায় ৪ সূচক বিন্দু বরাবর দুটি রেখা অঙ্কন করা হলে এরা পরস্পরের সাথে P বিন্দুতে মিলিত হয়। সুতরাং এ P হচ্ছে চাহিদা রেখার একটি বিন্দু। দাম হ্রাস পেয়ে ৩ টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৪ এককে পৌঁছে। এবার OX রেখার ৪ সূচক বিন্দু এবং OY রেখার ৩ সূচক বিন্দু বরাবর দুটি রেখা অঙ্কন করা হলে এরা পরস্পরের সাথে Q বিন্দুতে মিলিত হয়। সুতরাং Q হচ্ছে চাহিদা রেখার অপর একটি বিন্দু। এভাবে অন্যান্য পরিবর্তিত দাম ও পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণসূচক বিন্দুসমূহ থেকে রেখা অঙ্কন করে আমরা R ও S বিন্দুসমূহ পাই। এবার P, Q, R ও S বিন্দুসমূহ যোগ করে DD_1 রেখাটি পাওয়া যায়, তাই চাহিদা রেখা। চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়, কারণ এর ঢাল ঋণাত্মক (Ve^-)।

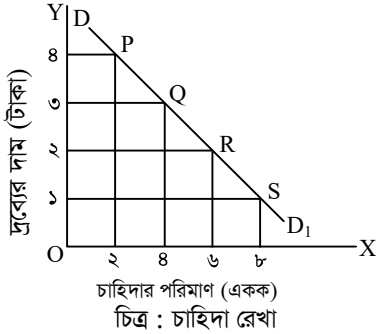

চিত্র : চাহিদা রেখা

➲ যোগানের সনাতন তত্ত্ব

দ্রব্যের দামের সাথে তার যোগানের সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। এটিই যোগানের সনাতন তত্ত্ব। এ বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য বিষয়' অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে তার যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। 'অন্যান্য বিষয়' বলতে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের দাম, উৎপাদন কৌশল, প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কিত দ্রব্যগুলোর দাম, সময়, কর, ভর্তুকি প্রভৃতি বোঝায়।

যোগান বিধি/যোগানের সনাতন তত্ত্বটি সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

যোগান সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকা)	দ্রব্যের যোগান (একক)
৫	৪০০
৬	৬০০
৭	৮০০
৮	১০০০

উপরের সূচি থেকে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের দাম যখন ৫ টাকা তখন এর যোগান ৪০০ একক। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৬ টাকা হলে যোগানও বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০ একক হয়। এভাবে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৭ টাকা হলে যোগান ৮০০ একক এবং দাম ৮ টাকা হলে যোগান বৃদ্ধি পেয়ে ১০০০ একক হয়।

রেখাচিত্রে যোগান বিধি : দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগান হ্রাস পায়। এটিই যোগান বিধির নিয়ম। এ যোগান বিধি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো :

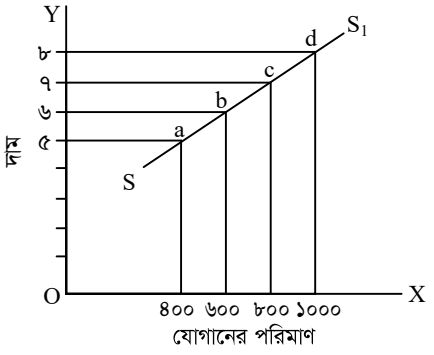

চিত্র : যোগান বিধি

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের যোগান এবং OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দাম ও যোগানের বিভিন্ন সম্মিলন a, b, c, ও d বিন্দুসমূহ যোগ করে SS_1 যোগান রেখাটি পাওয়া গেল। এখানে দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাসের সাথে সাথে যোগানও হ্রাস পায়। যে নিয়মে যোগানের এ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাই যোগান বিধি। যোগান বিধি অনুযায়ী, যোগান রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়, কারণ এর ঢাল ধনাত্মক (ve^+)।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত বা ঋণাত্মক। ফলে চাহিদা রেখা নিম্নগামী হয়। এটিই চাহিদার সনাতন বিধি বা তত্ত্ব। আবার দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। অর্থাৎ যোগানের সাথে দামের সম্পর্ক সমমুখী বা ধনাত্মক। ফলে যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। এটিই যোগানের সনাতন তত্ত্ব।

■ প্রশ্ন : ৩ ॥ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ইসলামে কেন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দ করা হয়? আলোচনা কর।

[Write the difference between perfect competitive market and monopoly market. Why the perfect competitive market is preferable in Islam? Discuss.]

উত্তর ।। ভূমিকা : যে-কোনো অর্থব্যবস্থায় 'বাজার' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর বাজার কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারণা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজার। যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা স্বাধীনভাবে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সুযোগ পায় এবং একই দামে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। অন্যদিকে যে বাজারে দ্রব্যের একজনমাত্র বিক্রেতা থাকে এবং দ্রব্যের দামের উপর তার আধিপত্য বিদ্যমান, তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

➲ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, উভয় বাজারের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান :

১. **ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। পক্ষান্তরে, একচেটিয়া কারবারে ক্রেতার সংখ্যা অধিক থাকলেও একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকে।

২. **দ্রব্যের দাম :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের একটি মাত্র দাম নির্ধারিত থাকে। এ নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা বা বিক্রেতা যে-কোনো পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যটি বিভিন্ন দামে ক্রয়বিক্রয় হতে পারে। বিক্রেতা দাম কমিয়ে অধিক পরিমাণ অথবা দাম বাড়িয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া, অনেক সময় একচেটিয়া কারবারি একই দ্রব্য বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দামে বিক্রয় করতে পারে।

৩. **দামের উপর প্রভাব :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অধিক সংখ্যক বিক্রেতা থাকার কারণে কোনো বিক্রেতা এককভাবে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; কিন্তু একচেটিয়া কারবারে একজনমাত্র বিক্রেতা থাকার কারণে দ্রব্যের দাম বা পণ্যের যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৪. **ভারসাম্যের শর্ত :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যের শর্ত হলো, প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় = গড় আয় = গড় ব্যয় (MR = MC = AR = AC)। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক ব্যয়, গড় আয় ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয়; কিন্তু একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্যের শর্ত হলো, প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় (MR = MC)। একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়; কিন্তু প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই গড় আয় বা দাম অপেক্ষা কম থাকে।

৫. **দ্রব্যের প্রকৃতি :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সব বিক্রেতার দ্রব্য সমজাতীয় অর্থাৎ একই গুণসম্পন্ন হয়; কিন্তু একচেটিয়া বাজারে যে দ্রব্য বিক্রয় হয় তা সমজাতীয় নয়। দ্রব্যটি একই ধরনের হলেও তা বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে।

৬. **বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে-কোনো ফার্ম অবাধে শিল্পে প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার ভোগ করে। কোনো পুরাতন ফার্ম ইচ্ছা করলে বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আবার কোনো নতুন ফার্ম ইচ্ছা করলে সহজেই বাজারে প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু একচেটিয়া কারবারে নতুন কোনো ফার্ম অবাধে শিল্পে প্রবেশ করতে পারে না।

৭. **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। এজন্য দ্রব্যের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল (Horizontal) হয়। পক্ষান্তরে, একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নয়। এ কারণে একচেটিয়া বাজারে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়ে থাকে।

৮. **ভারসাম্য উৎপাদন :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কারবারে ভারসাম্য অবস্থায় গড় ব্যয় সর্বনিম্নে এসে পৌঁছে এবং দ্রব্যের দাম তার সমান হয়; কিন্তু একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে উৎপাদনের ভারসাম্য নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না। এজন্য একচেটিয়া কারবারের তুলনায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কারবারে দাম কম হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হয়।

৯. **গড় আয় ও প্রান্তিক আয় :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন বিক্রেতা নির্দিষ্ট দামে যে-কোনো পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে বলে গড় আয় (AR) রেখা ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয় এবং প্রান্তিক আয় (MR) রেখাও ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল হয়ে গড় আয় রেখার সাথে মিশে যায়। এ কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান (AR = MR) হয়; কিন্তু একচেটিয়া কারবারে দ্রব্যের বিক্রয় বাড়াতে হলে দাম কমাতে হয়। এ কারণে চাহিদা রেখা বা গড় আয় রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় এবং গড় আয় রেখার নিচে প্রান্তিক আয় রেখা অবস্থান করে।

১০. **মুনাফার পরিমাণ :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলেও দীর্ঘকালে সকল ফার্মই কেবল 'স্বাভাবিক মুনাফা' অর্জন করে। পক্ষান্তরে একচেটিয়া কারবারে দীর্ঘকালেও কোনো প্রতিষ্ঠান 'অস্বাভাবিক মুনাফা' অর্জন করতে পারে।

১১. **উৎপাদনের উপাদানের গতিশীলতা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনের উপাদানসমূহ পূর্ণ গতিশীল থাকে; কিন্তু একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনের উপাদানসমূহ পূর্ণ গতিশীল থাকে না।

১২. **ফার্ম ও শিল্পের পার্থক্য :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ অসংখ্য ফার্ম নিয়ে একটা শিল্প গঠিত হয়; কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে একটা ফার্মই একটা শিল্প বলে বিবেচিত হয়।

১৩. **বাজার সম্পর্কিত পূর্ণজ্ঞান :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। পক্ষান্তরে একচেটিয়া বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে না।

১৪. **মোট আয় রেখা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয় রেখা সরলরৈখিক ঊর্ধ্বগামী হয়। অন্যদিকে একচেটিয়া বাজারে মোট আয় রেখা বক্ররৈখিক হয়। অর্থাৎ প্রথমে ঊর্ধ্বগামী ও পরে নিম্নগামী হয়ে থাকে।

১৫. **চাহিদা রেখার প্রকৃতি :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। অন্যদিকে একচেটিয়া বাজারে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়।

১৬. **সরকারি নিয়ন্ত্রণ :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ থাকে।

১৭. দক্ষতা : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম অর্থনৈতিকভাবে অধিক দক্ষ হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ফার্ম অর্থনৈতিকভাবে কম দক্ষ হয়।

১৮. যোগান রেখা : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বনিম্ন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC)-এর উপর অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা হচ্ছে ফার্মের যোগান রেখা। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে এরূপ কোনো যোগান রেখা থাকে না।

১৯. সামাজিক কল্যাণ : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয়, কারণ বাজার দামে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করে উভয়ই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে একচেটিয়া বাজারে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয় না। কারণ এক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য থাকে।

➲ ইসলামে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দনীয় হওয়ার কারণ

ইসলাম হলো একটি সাম্যের ধর্ম। তাই ইসলামি বাজার নীতির বিশেষ নিয়ম হচ্ছে, স্বাভাবিক গতিতে বাজারে দ্রব্যের যোগান হবে আবার স্বাভাবিক গতিতে বিক্রি হবে। চাহিদা কমবেশি হবার ওপর দ্রব্যমূল্যের গতি ওঠানামা করবে। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া রাষ্ট্রের জন্য অনুচিত। রাসূল (স)-এর সময় একদা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে জনগণ এসে রাসূল (স)-এর কাছে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে আবেদন জানাল। তখন রাসূল (স) বললেন– "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাস করেন। তিনিই হলেন রিযিকদাতা। আমি তো এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই যে, কোনো প্রকার যুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদি দিক দিয়ে আমার ওপর দাবিদার কেউ থাকবে না।" অতএব দেখা যায়, ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কোনোরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করা চরম অন্যায়। এক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারই ইসলামের পছন্দনীয় বাজার। কারণ, এ ধরনের বাজারে দামব্যবস্থা অপর কোনো ব্যক্তির প্রভাবে নির্ধারিত হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। আর এসব কারণেই ইসলাম এ ধরনের বাজার ব্যবস্থাকে পছন্দ করে।

উপসংহার : পরিশেষে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে উপর্যুক্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, এ দুই ধরনের বাজারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে এই দুই বাজারের মৌলিক পার্থক্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যাগত ভিন্নতায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই জ্ঞান রাখে বলে বিক্রেতা অধিক দাম ধার্য করে ক্রেতাকে ঠকাতে পারে না। এছাড়া বাজারের নির্ধারিত দামে প্রত্যেক ফার্ম বা বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করতে হয় বলে ইসলামে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দ করা হয়।

■ প্রশ্ন : ৪ ॥ ইসলামি ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

[What do you mean by 'Islamic Bank'? Discuss the functions of Islamic Bank.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি শরীয়তের নীতিমালার অনুসরণে এটি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কুরআন ও হাদীসের আইনের অনুসরণে এর যাবতীয় কার্যক্রম ও লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর অনুমোদিত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এটি ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা প্রদান করে।

➲ ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামি ব্যাংক এমনই এক ব্যবস্থা নির্দেশ করে, যেখানে ব্যাংকিং এর যাবতীয় কার্যাবলি ইসলামি মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সমাজের তথা সারা দেশের জনগণের জন্য সুবিচার বা ইনসাফের পরিবেশ সৃষ্টির অনুপ্রেরণার উন্মেষ ঘটে। এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি সমাজের আর্থসামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণ করে কারবার পরিচালনা করে এবং এর সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

ইসলামি ব্যাংকের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

১. মুসলিম দেশসমূহের সংস্থার **(ওআইসি)** সচিবালয় ইসলামি ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা প্রদান করে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ওআইসির সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয়। ওআইসি জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এটি প্রকাশ করে। সংজ্ঞাটি হচ্ছে–
"ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার বিধিবিধান, নিয়মাবলি এবং কর্মপদ্ধতির সব স্তরে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালার প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল প্রকার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন বর্জন করে।" (Islamic Bank is a financial institution whose status, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.)

২. ১৯৮২ সালে মালয়েশিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টে ইসলামি ব্যাংকিং আইন পাস হয়। ১৯৮৩ সালে এটি সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামি ব্যাংকের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :
"ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি, যা ইসলামি ব্যাংকিং কারবারে/ব্যবসায় নিয়োজিত এবং যার একটি বৈধ লাইসেন্স আছে। আর ইসলামি ব্যাংকিং কারবার/ব্যবসায় হচ্ছে এমন এক ব্যবসায়, যার লক্ষ্য এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন কোনো উপাদান নেই, যা ইসলাম অনুমোদন করে না।" (Islamic Banking means any company which carries on Islamic Banking business and holds a valid licence. Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the Religion of Islam.)

৩. **ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অভ ইসলামি ব্যাংকস** ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দানে বলেছে, "ইসলামি ব্যাংক কার্যত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণা, যা আর্থিক এবং সকল কার্যক্রমে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু ব্যাংক যখন শরীয়ার নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে, তখন বাস্তবজীবনে ইসলামি নীতিমালার প্রয়োগ প্রতিফলিত হবে। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়েই ইসলামি ব্যাংক কাজ করবে এবং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে ইসলামি চেতনার বিকাশ সাধনে এ ব্যাংক নিরন্তর কর্মরত থাকবে।" (The Islamic Bank basically implements a new banking concept in that it adheres strictly to the rulings of Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank when functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The Bank should work towards the establishment of an Islamic society; hence, one of its primary goals is the deeping of religious spirit among the people.)

৪. প্রখ্যাত পাকিস্তানি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ **ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ** বলেন, "সুদমুক্ত ব্যাংকিং একটি সুনির্ধারিত ধারণা, এটি এমন একটি ব্যাংকব্যবস্থা, যা সুদ নিষিদ্ধকরণে নিয়োজিত। ইসলামি ব্যাংকিং অবশ্য নিয়মনীতি সমৃদ্ধ একটি ধারণা, যেটিকে ব্যাংকব্যবস্থার এমন নিয়মনীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সংহতিপূর্ণ।"
(Interest free banking is a mechanical concept, devoting a banking which stresses banning of interest. Islamic banking essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam.)

৫. ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর **ড. এম.এ. হামিদ** বলেন, "ইসলামি ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি সমাজের আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামি শরীয়ার নীতি অনুসারে বিশেষভাবে রিবাকে পরিহার করে তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।" (Islamic Bank is a multi form financial institution which conducts its activities according to the principles of Islamic Shariah, banning of Riba in particular, in all its operations and help to achieve the socio-economic goals of an Islamic society.)

৬. ইসলামি ব্যাংকের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মিশরের আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক **ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী**। তিনি বলেন, "যে ব্যাংক ইসলামি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এবং এ থেকে তার সকল বুনিয়াদী নীতিমালা গ্রহণ করে এমন ব্যাংককেই ইসলামি ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক ইসলামি রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে এবং সকল কার্যক্রমে এ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়।"

৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার **এএসএম ফখরুল আহসান** ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলেন, "ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে একটি আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, নীতিমালা ও কাজ অবশ্যই ইসলামি শরীয়ার মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হবে এবং এর কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে অবশ্যই সুদের ব্যবহার পরিহার করতে হবে।"

৮. **আবদুল মজিদ** ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দানে বলেন, "ইসলামি ব্যাংক তার শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা এর সকল ব্যাংকিং এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা এবং (নিজস্ব) আর্টিকেলস অভ এসোসিয়েশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়।" (Islamic Bank as owned by its shareholders, established to conduct banking and investment activities in accordance with the Islamic Shariah and its (own) articles of association).

৯. **ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়ার** মতে, "ইসলামি ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং লেনদেনের কোনো অবস্থাতেই সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না।" (Islami Bank is a financial institution which will not receive or pay interest in any of its form and its all activities will be in accordance with the principles of Islamic Shariah.)

➲ ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি

নিচে একটি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **আমানত গ্রহণ :** জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করা এবং এর লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলির অংশ। সুদমুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হবার কারণে এর আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত হিসাবসমূহ নিম্নরূপ :
ক. আল-ওয়াদিয়া চলতি জমার হিসাব
খ. মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা হিসাব বা লাভ লোকসান অংশীদারি জমার হিসাব

গ. মুদারাবা মেয়াদী জমার হিসাব বা লাভ-লোকসান অংশীদারি মেয়াদী হিসাব
ঘ. মুদারাবা নোটিশ জমার হিসাব বা লাভ-লোকসান অংশীদারি বিশেষ নোটিশ হিসাব
ঙ. হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. বিভিন্ন আমানতী হিসাব এর বর্ণনা :

ক. আল-ওয়াদিয়া/চলতি জমার হিসাব : আল-ওয়াদিয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে– বিশ্বাস। এ হিসাবে যে আমানত সংগৃহীত হয় তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং চাহিবামাত্র ফিরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। সাথে সাথে এ টাকা যে-কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার অনুমতিও নেয়া হয়।

খ. মুদারাবা সঞ্চয়ী জমার হিসাব : ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই হিসাব খুলতে পারে। প্রতি মাসে কতবার এবং কী পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যাবে তা পূর্বেই নির্ধারিত থাকে। এই হিসাবে রক্ষিত টাকা ব্যাংক নিজ দায়িত্বে বিনিয়োগের অধিকার রাখে। আমানতকারীগণ এই বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হন। বার্ষিক লাভ-ক্ষতি হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর আমানতকারীগণকে তার অংশ প্রদান করা হয়।

গ. মুদারাবা মেয়াদী জমার হিসাব : এই হিসাবে আমানতকারীর যখন তখন লেনদেন করার সুযোগ থাকে না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা করতে হয়। মেয়াদ পূর্তির পর একবারে সমস্ত টাকা তুলে নিতে হয়। মুদারাবা মেয়াদী জমার হিসাবকে এর প্রকৃতির দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) অনুমোদনপ্রাপ্ত মুদারাবা মেয়াদী জমা : এক্ষেত্রে আমানতকৃত টাকা ব্যাংক তার ইচ্ছেমতো যে-কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে। আমানতকারী সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে যে-কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের অধিকার ব্যাংককে প্রদান করে। এরূপ আমানতকারী ব্যাংক এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর যে নিট ফল দাঁড়ায় তারই অংশ পায়।

(ii) অনুমোদনবিহীন মুদারাবা মেয়াদী জমা : এই আমানতে আমানতকারী ব্যাংকের ইচ্ছেমতো প্রকল্পে বিনিয়োগের অনুমতি দেয় না। ব্যাংকের বহুবিধ লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্পের মধ্য হতে আমানতকারী তার নিজের ইচ্ছেমতো প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। আমানতকারী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পেরই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয়। ব্যাংকের নিট লাভ-লোকসানের সাথে এ হিসাবের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

ঘ. মুদারাবা নোটিশ জমার হিসাব : ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই হিসাব খুলতে পারেন। আমানতকারী যে-কোনো পরিমাণ অর্থ যে-কোনো সময় জমা করতে পারেন; কিন্তু টাকা উত্তোলনের জন্য আগাম নোটিশ দিতে হয়। এই হিসাবে আমানতকারী ব্যাংকের নিট লাভ-লোকসানের অংশীদার হন।

ঙ. হজ্ব সঞ্চয় হিসাব : এটি একটি বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব। হজ্ব পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে হজ্ব পালন করতে পারেন, সেজন্য ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক এ হিসাবের ব্যবস্থা করেছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে হজ্ব পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কত বছর পরে হজ্ব সম্পাদন করতে চান তার ভিত্তিতে মাসিক কিস্তিতে হজ্ব সঞ্চয় হিসাবে টাকা জমা রাখা হয়।

৩. সঞ্চয় সমাবেশকরণ : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঞ্চয় সমাবেশ করা। কেননা সামাজিক কল্যাণে সঞ্চয় সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত আমানত অর্থ ব্যাংক নিম্নলিখিত পন্থায় ব্যবহার করে থাকে।

ক. নগদ : ব্যাংক মোট আমানতী দায়ের শতকরা ১০ ভাগ নগদ হিসেবে রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক কী পরিমাণ অর্থ নগদরূপে রাখবে তা জনগণের ব্যাংকিং অভ্যাস, দেশে নগদ অর্থের ব্যবহার এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় চেক ভাঙ্গানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

খ. বিধিবদ্ধ জামানত : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংককে এর তলবী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় বিধিবদ্ধ জামানত হিসেবে জমা রাখতে হবে। দেশে মুদ্রানীতির দাবি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিধিবদ্ধ জামানতের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

গ. সরকার : সরকারের যেসব সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে মুনাফার অংশীদারিত্ব নীতি বাস্তবায়ন করা যায় না, সেসব প্রকল্পে অর্থ সরবরাহে সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তলবী আমানতের একটি বিশেষ অংশ (সর্বোচ্চ ২৫%) সরকারকে প্রদান করা যায়। এই অর্থ হবে মুদ্রা সরবরাহে কোনো নির্দিষ্ট বাঞ্ছিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক ভিত্তি সম্প্রসারিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত। এভাবে সরকারকে প্রদত্ত তহবিল ঐসব প্রকল্পে অর্থ সরবরাহ সম্ভব করে তুলবে, যেগুলোর ব্যাপক সামাজিক কল্যাণ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ আর্থিক আয় খুবই নগণ্য বা একেবারেই নেই এবং এ কারণে এতে মুনাফার অংশীদারিত্ব নীতি কার্যকর করা সম্ভব নয়। সরকার এভাবে প্রাপ্ত তহবিল কেবল ব্যাপক সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহার করবে।

৪. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ : উপরিউক্ত লেনদেন শেষে তলবী আমানতের প্রায় শতকরা ৪৫ হতে ৬০ শতাংশ এবং মুদারাবা আমানতের সম্পূর্ণ অংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট থেকে যাবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরিভাবে অথবা ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ অর্থ বিনিয়োগ করবে।

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ বলতে অর্থলগ্নীকে বুঝায়। ব্যবহারিক দিক থেকে সুদভিত্তিক ব্যাংক এবং ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিনিয়োগ শব্দটির পার্থক্য অনেক। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শেয়ার, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে যে অর্থলগ্নী করে তাকে বিনিয়োগ বলা হয়; কিন্তু ইসলামি ব্যাংক উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) ছাড়া অন্য সব ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনকে বিনিয়োগ নামে অভিহিত করে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ তাদের সব ধরনের অর্থলগ্নী সুদের ভিত্তিতে করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রম লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করে। অন্যান্য ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রমে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না; কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হয়, যা একটি শরীয়া বোর্ড তদারক করে।

যেসব ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদের দ্বারা পরিচালিত হয়, ইসলামি ব্যাংক তাতে অংশগ্রহণ করে না। লটারি, ফটকা কারবারী, জুয়া প্রভৃতি দূষণীয় কাজে জাতীয় অর্থের এক বিরাট অংশ অপচয় হয়। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ নিজেদের মুনাফার জন্য ফটকা ব্যবসায়েও অর্থলগ্নী করে বা এ ধরনের ব্যবসায় পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করে। ইসলামি ব্যাংক এ জাতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো বিশেষ গ্রুপ বা বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয় বরং সমগ্র উম্মাহ (জাতি)-র জন্য কাজ করে। এ ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সুযোগ-সুবিধা সমগ্র জাতির মধ্যে বণ্টন করে। ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপ বিশেষকে একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা প্রদান না করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

■ প্রশ্ন : ৫ ॥ ইসলামে আয় ও ব্যয়ের ধারণা দাও। হালাল উপার্জনের বৈধ পন্থাগুলো আলোচনা কর।

[Give the concept of expenditure and income in Islam. Discuss the rightful method of income.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলাম বৈরাগ্যবাদ পরিহার করার নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। মূল্যবোধ ও প্রণোদনার মাধ্যমে ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্ব প্রদান করেছে। যা মূলত হালাল উপার্জনকে উৎসাহিত করে। হালাল পন্থায় জীবিকার্জন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, তাইতো ইসলামি বিধান অনুযায়ী হালাল পন্থায় যে কেউ স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। এজন্য সে পছন্দসই যে-কোনো উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। যদিও পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো শেষ সীমা বা বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন নেই। আর সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনে ব্যক্তিগত অধিকার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

➲ ইসলামে আয়ের ধারণা

আয় বা উপার্জন না করলে মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হবে। এজন্যই হালাল উপার্জনের জন্য চেষ্টা চালানোর তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম আয় বা উপার্জনকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এর কতিপয় নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ অর্জনে নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাবে। ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনকে অভাবমুক্ত করার জন্য ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য জীবিকা উপার্জনের তাগিদ দেয়। বৈধভাবে সম্পদ অর্জনে ইসলামে কোনো বাধা নেই। এ পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করা এবং এ লক্ষ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা, চাকরি করা স্বয়ং আল্লাহরই আদেশ। কুরআনে সালাত শেষ হলে আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী প্রদত্ত হলো– فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ অর্থাৎ "যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল (রিজিক) অনুসন্ধান কর।" (সূরা জুমুআ : আয়াত-১০) মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, "এবং দিবসের নিদর্শনকে আমি আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রিজিক) অনুসন্ধান করতে পার।" (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-১২)

মহানবী (সা) বলেন– طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ : مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ (৮৪৭ -৬)

অর্থাৎ, "হালাল জীবিকার অনুসন্ধান আল্লাহর ফরজসমূহের পর অন্যতম ফরজ।"

মহানবী (স) আরও বলেন, "প্রতিটি মুসলমানের জন্য বৈধ জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক।"

➲ ইসলামে ব্যয়ের ধারণা

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ব্যয় হলো কোনো কিছুর নির্ধারিত মূল্য বিনিময় করা বা চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থ খরচ করা। আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো– Decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows.

ইসলামি দৃষ্টিকোণে ব্যয় : কুরআনের ভাষায় ব্যয়কে 'ইনফাক' বলে। প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় করা, যে-কোনো কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলে। কুরআনে 'ইনফাক' সম্পর্কে বলা হয়েছে–وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
অর্থাৎ, "লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত তাই।" (সূরা বাকারা : ২১৯)

➲ হালাল উপার্জনের বৈধ পন্থাসমূহ

হালাল উপার্জনের বৈধ পন্থাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **শ্রমলব্ধ :** সমাজের প্রতিটি মানুষ সাধনা বা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনযাপন করে। পরিশ্রমের আয় আর বিনা পরিশ্রমের আয়ের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটা মানুষকে পরিশ্রমী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে আর দ্বিতীয়টা মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য করে দেয়। ইসলামে সম্পদ অর্জনের হালাল উপায়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রমলব্ধ উপায়। এ উপায়কে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. নিজ হাতে উপার্জন : কুরআনে প্রত্যেক নামাজিকে আল্লাহর ফযল বা অনুগ্রহ তালাশ করতে আদেশ করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, কোনো মানুষের নিজের চেষ্টায় উপার্জিত আয়ের চেয়ে আর কোনো উপার্জনই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে নিজ হাতে উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।
রিজিক প্রাপ্তির শর্ত হলো চেষ্টা সাধনা। আর যে অলস বসে থাকে সে রিজিক প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে না। বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ফারুক (রা) দেখলেন, একদল লোক সালাতুল জুমার পর আল্লাহ ভরসা বলে মসজিদে নিশ্চল বসে আছে। তখন তিনি তাঁর বেত্র উচিয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করলেন, "তোমরা কেউ রিজিকের অনুসন্ধান ত্যাগ করে বসে থেকো না। আর বলো না হে আল্লাহ! আমাকে রিজিক দাও। কারণ, আকাশ স্বর্ণ বা রৌপ্য বর্ষণ করে না। আল্লাহ বলেই দিয়েছেন, "যখন সালাত সমাপ্ত হয় জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।"

খ. কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জন : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অকৃপণ অনুগ্রহ ও উপকরণসমূহ উল্লেখ করে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি এবং আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন বিভিন্ন গাছের প্রতি লক্ষ কর-যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ করো। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।"

গ. শিল্প ও অন্যান্য পেশার মাধ্যমে উপার্জন : ইসলাম শিল্প ও অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারাযাভী লিখেছেন, কৃষি কাজ ছাড়াও মুসলমানদের অবশ্যই এমন সব শিল্প, পেশা এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে, যা সমাজের জন্য অপরিহার্য, একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য সহায়ক এবং একটি দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অনুকূল। ইসলামি শরীয়তে শুধু অপরিহার্য শিল্প ও পেশা গ্রহণের অনুমোদনই দেওয়া হয়নি; বরং ইসলামের মহান ইমাম ও ফকীহগণ তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরনের বাধ্যবাধকতাকে পর্যাপ্ততার বাধ্যবাধকতা (ফরজে কিফায়া) বলা হয়।

ঘ. প্রবাসী হয়ে উপার্জন : ইসলাম কর্মসংস্থান ও উপার্জনের জন্য বিদেশ গমনকেও উৎসাহিত করেছে। ইসলাম এ কথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, **আল্লাহর** জমি বিস্তৃত। আর রিজিক বিশেষ অঞ্চল ও জনপদের সাথে নির্দিষ্ট নয়। ইসলামের নীতি হলো কর্ম যেখানে কর্মী সেখানে। রাসূল (স) বলেন– سَافِرُوا تَسْتَغْنُوا
অর্থাৎ, "প্রবাসে যাও ধনী হতে পারবে।"
প্রবাস জীবনকে **উৎসাহিত** করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً
অর্থাৎ, "যে আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা পাবে।" (সূরা নিসা : ১০০)
মহানবী (স) মদিনায় এক লোকের সমাধিতে দাঁড়িয়ে বললেন– يَالَهُ لَوْ مَاتَ غَرِيبًا
অর্থাৎ, "আহ এ লোক যদি প্রবাসে মৃত্যুবরণ করত।"

২. **ব্যবসায় :** ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদূর অতীত কাল থেকে প্রচলিত একটি সামাজিক কর্মকাণ্ড, এটি মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে পণ্যের আদানপ্রদানে ইসলামে ব্যবসায় কার্য সম্পাদিত হয়। কুরআন ও হাদীসে ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল পন্থায় স্বাধীনভাবে আয় রোজগারের অন্যতম উপায়। মানবজীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

অর্থাৎ "আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

কুরআন মাজীদে ব্যবসায় বুঝাতে 'বাই' ও 'তিজারাত' পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামে ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীর মর্যাদা অধিক। মহানবী (স) বলেন, "হে উম্মতগণ! তোমরা ব্যবসায় কর। কেননা রিজিকের দশ ভাগের নয় ভাগই ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে।"

রাসূল (স) আরও বলেছেন, "সত্যবাদী, ন্যায়পন্থি ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন শহিদগণের, সিদ্দিকগণের ও নবীগণের সাথে থাকবে।" রাসূল (স) সৎ ব্যবসায়ীরা শহীদের মর্যাদা পাবেন বলে ঘোষণা করেছেন। অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ তায়ালা পরিশ্রমী ব্যবসায়ীকে নিরাপদ রাখেন। সত্যবাদী খাঁটি ব্যবসায়ী (তাজের) কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে থাকবে।" মহানবী (স) সৎ ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহর বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. **চাকরি :** জীবিকা অর্জনের আরেকটি উপায় চাকরি। যারা চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন ইসলামে তাদেরকে 'আজির আল হাস' বলা হয়। 'আজির আল হাস' হলো চাকরিজীবী, যারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে। তাদের বেতন শ্রমঘণ্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। ইসলামি বেতন নীতির মৌল বিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কর্মরত চাকরিজীবিদের ন্যায্য বেতনের নিশ্চয়তা বিধান করা। সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ বেতন প্রদান পদ্ধতির আওতায়– (ক) মৌলিক প্রয়োজন পূরণোপযোগী বেতন, (খ) অতিরিক্ত সুযোগ, (গ) অবকাশ বা বিশ্রাম, (ঘ) পারস্পরিক সমঝোতা ইত্যাদি বিবেচনার দাবি রাখে।

৪. **দান খয়রাত :** দান খয়রাত পেয়েও সম্পদের মালিক হয়ে জীবিকা অর্জন করা যায়। নিজস্ব ও পারিবারিক খরচ মিটিয়ে এবং ব্যবসায় বিনিয়োগের পরে যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে তা থেকে দান করা উত্তম। উপার্জনকারী নিজের প্রয়োজন পূরণের পর তার নিকট যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তা সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার বিধান রয়েছে। তাই ফরজ-ওয়াজিব ছাড়াও সম্পদ স্বীয় আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, ইয়াতিম, মিসকিন ও সাহায্যপ্রার্থীদের দান করতে হয়। দানে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। দান মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করে এবং আল্লাহ দানকারীর মন থেকে হিংসা-অহঙ্কার দূর করে দেন।

আল্লাহ বলেন, "যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে (একে একে) সাতটি শীষ বেরুলো, আবার এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ শস্যদানা; আসলে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন, আল্লাহ তায়ালা দানে অনেক প্রশস্ত, অনেক বিজ্ঞ।"

মহানবী (স) বলেন– لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অপরকে দয়া করে না আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।" কোনো ব্যক্তিকে দয়া করা হলে সে খারাপ কাজের দ্বারা ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। গোপনে দান-সাদাকাহ প্রদান আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং এরূপ দান তার আত্মীয়তার বন্ধন বৃদ্ধি করে ও তাকে দীর্ঘায়ু দান করে।

৫. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** সাদাকার অর্থসম্পদ দিয়ে শিল্পকারখানা, কুটিরশিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এর ফলে বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মশক্তি কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করা যায়।

৬. **আখেরাতে মুক্তি লাভ :** সাদাকাহ হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত দান। মহান আল্লাহকে ভালোবেসে জীবনের প্রিয় ধনসম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করলে আল্লাহ তায়ালা অনেক খুশি হন। আর মহান আল্লাহর কারো ওপর সন্তুষ্ট হলে সে আখেরাতে মুক্তি লাভ করবে। এটাই হবে সাদাকাহ থেকে অর্জিত সর্বোচ্চ প্রতিদান।

৭. **ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ :** ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এজন্য মহানবী (স) এবং সাহাবাগণ এ কাজ করতে মানুষকে সর্বদা নিরুৎসাহিত করেছেন। তারপরও অভাবী মানুষ বাধ্য হয়ে এ ঘৃণ্য পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে। সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে এ পেশা থেকে সহজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হালাল পন্থায় উপার্জন মানেই আল্লাহর নির্দেশিত পথে উপার্জন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করা। ইসলাম সকলকে হালাল পন্থায় উপার্জন করার তাগিদ দিয়েছে। হালাল উপার্জনকারীর অন্তরে আনন্দ, উদারতা, কল্যাণ ও ভক্তি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়।

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ ইসলামি ভোক্তা কাকে বলে? একজন ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

[What do you mean by Islamic consumer? Distinguish between an Islamic consumer and conventional consumer.]

উত্তর ।। ভূমিকা : ইসলামি অর্থনীতিতে ভোক্তার ইসলামি আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইসলামি ভোক্তা ধারণাটি শুধু ইসলামি অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। যে সকল ভোক্তার ভোগ আচরণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত, তাদেরকে 'পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভোক্তা' বলা হয়। পুঁজিবাদের মূল দর্শন হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সচেতন। অর্থাৎ উৎপাদনকারী হিসেবে মানুষ যেমন তার আপন মুনাফা অনুযায়ী চলে, তেমনি ভোগকারী হিসেবেও সে তার ভালোমন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। পুঁজিবাদী ভোক্তার সাথে একজন ইসলামি ভোক্তার আচরণের পার্থক্য রয়েছে। মন ও আত্মার চাহিদাকে সমন্বিত করার ভূমিকাই আসে এমনি শৃঙ্খলাবোধ থেকে।

➲ ইসলামি ভোক্তার সংজ্ঞা

সাম্প্রতিককালে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ 'ইসলামি ভোক্তা' নামে একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করেছেন। যেসব ভোক্তা ইসলামি শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ভোগ করে তাদেরকে ইসলামি ভোক্তা বলে। একজন ইসলামি ভোক্তা হারাম-হালাল যাচাই করে ভোগ করে এবং হারাম দ্রব্যের ভোগ থেকে বিরত থাকে। ইসলামি ভোক্তা সম্পদের অপব্যয় বা অপচয় করে না; আবার কার্পণ্যও করে না। সে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে নিজের ভোগকে কমিয়ে দুঃখী, নিঃস্ব ও অভাবী লোকদের ভোগে সহায়তা করে। তাই ইসলামি ভোক্তাগণ ইহকালীন ভোগের পাশাপাশি পরকালীন ভোগকেও গুরুত্ব দেয়। তারা অবশ্যই ভোগের নিম্নলিখিত পাঁচটি মূলনীতি মেনে ভোগ করবে; যথা– (১) পবিত্রতা (২) আত্মসংযম (৩) ন্যায়পরায়ণতা (৪) উপকারিতা ও (৫) নৈতিকতা।

➲ ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ বা পুঁজিবাদী ভোক্তার মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ইসলামি ভোক্তা	সাধারণ ভোক্তা
১. ইসলামি ভোক্তার ভোগতৃপ্তির উৎস হলো পার্থিব ভোগ ও পারলৌকিক ভোগ (অর্থাৎ হতদরিদ্র, গরিব, মিসকিন ও অসহায়ের সহযোগিতা)।	পার্থিব ভোগই সাধারণ ভোক্তার ভোগতৃপ্তির একমাত্র উৎস।
২. একজন ইসলামি ভোক্তার আচরণ ইসলামি যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত, যা ইসলামি আদর্শ দ্বারা নির্দেশিত।	একজন সাধারণ ভোক্তার আচরণ অর্থনৈতিক যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত, যা তার নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত।
৩. ইসলামি ভোক্তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য মেনে চলে এবং হারাম দ্রব্যের ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখে।	সাধারণ ভোক্তা হালাল ও হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, যদি তা করেও, তবে তা সচেতনভাবে নয়।
৪. পার্থিব ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামি ভোক্তা ন্যূনতম তিন ধরনের পছন্দ সমস্যার সম্মুখীন হন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে, প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যেমন– আবশ্যকীয় ও বিলাসজাত এবং সর্বোপরি নিজ বা নিজ পরিবার ও গরিব-মিসকিনদের মধ্যে।	একজন সাধারণ ভোক্তা তার ভোগ-পছন্দ শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এবং বড়জোর বিভিন্ন শ্রেণির প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।
৫. ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ ব্যবহার না করে অহেতুক ফেলে রাখা ও নষ্ট করা বৈধ নয়।	সাধারণ অর্থনীতিতে এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ নেই।
৬. সঞ্চয়ে উৎসাহী হওয়া এবং সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করাও ইসলামি ভোক্তার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।	একজন সাধারণ অর্থনৈতিক ভোক্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের নৈতিকতা প্রযোজ্য নয়।
৭. একজন ইসলামি ভোক্তার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।	এমন মতাদর্শগত বিধি নিষেধ সাধারণ ভোক্তার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।
৮. সামর্থ্য ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হালাল দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে বিরত থাকা অথবা সমাজ-সংসার বিমুখ হয়ে বৈরাগ্যবাদ বরণ করে নেয়া তার জন্য নিষিদ্ধ।	এমন কোনো বিধিবিধান সাধারণ অর্থনৈতিক ভোক্তার ক্ষেত্রে নেই যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দ্রব্য বা সেবার ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে।
৯. ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে ভোক্তার সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তাকে হারাম সামগ্রী ভোগের অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজেকে পেট পুরে খেতে নিষেধ করা হয়েছে।	একজন সাধারণ ভোক্তা কোন দ্রব্য বা সেবা ভোগ করবে তা পছন্দ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রয়েছে। ঐসব দ্রব্য পছন্দ করার ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, যা তাকে সর্বোচ্চ তৃপ্তি প্রদান করবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি ভোক্তা এবং সাধারণ ভোক্তার মধ্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা হলো সাধারণ ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক নীতিমালা নেই। কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সে যা ইচ্ছা তা ভোগ করতে পারে। কিন্তু ইসলামি ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধিবিধান, নৈতিকতা, মানবতা এসব বিষয় প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন : ৭ ॥ অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? উৎপাদনের উপকরণগুলোর বিবরণ দাও।
[What is mean by production in economics? Discuss about factors of production.]

উত্তর ।। ভূমিকা : সাধারণ অর্থে 'উৎপাদন' বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে 'উৎপাদন' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষ নতুন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত দ্রব্যের রূপ ও অবস্থার পরিবর্তন বা স্থানান্তরের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটাই অর্থনীতিতে উৎপাদন হিসেবে পরিচিত।

➲ উৎপাদন

উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বা উপযোগ বৃদ্ধি করাকে বুঝায়। যেমন– মানুষ বন হতে গাছ কেটে কাঠ তৈরি করে এবং সেই কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র নির্মাণ করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ উৎপাদনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. অধ্যাপক **মার্শাল** বলেন, "এ বস্তুজগতে মানুষ কেবল বস্তুকে পুনর্বিন্যাস করে তাকে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারে।"
২. অধ্যাপক **ডানিয়েল বি. সুইটস**-এর মতে, "উৎপাদন হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে ভোগের উপযোগী করে তোলে।"
৩. অধ্যাপক **ফ্রেসার** বলেন, "যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বুঝায়, তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বুঝায়।" (If Consumption means extracting utility from; Production means putting utility into. – **Prof. Fraser**)

সুতরাং বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর সাথে নিজের শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করে অধিকতর উপযোগ সৃষ্টি করে তাকেই অর্থনীতিতে 'উৎপাদন' বলা হয়।

➲ উৎপাদনের উপকরণসমূহ

কোনো কিছু উৎপাদন করতে গেলে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের প্রয়োজন হয় তাকে 'উৎপাদনের উপকরণ' বলা হয়। উৎপাদনের এসব উপকরণকে প্রধানত ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো : ১. ভূমি, ২. শ্রম, ৩. মূলধন ও ৪. সংগঠন।

১. **ভূমি :** ভূমি হলো উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। সাধারণত পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলা হয়। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে কেবল পৃথিবীর উপরিভাগ অর্থাৎ জমিকে বুঝায় না, বরং প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে ভূমি বলা হয়। মাটির উর্বরশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপ, জল, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বন, মৎস্যক্ষেত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতি প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদ ভূমির অন্তর্গত। সংক্ষেপে বলা যায়, উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই অর্থনীতিতে 'ভূমি' বলা হয়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য

ক. **ভূমি প্রকৃতির দান :** ভূমি হলো প্রকৃতির দান। ভূমি মনুষ্যসৃষ্ট কোনো উপাদান নয়। এটি প্রকৃতি প্রদত্ত একটি মৌলিক উপাদান।
খ. **ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ :** ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। মানুষ ভূমির যোগান বাড়াতে বা কমাতে পারে না।
গ. **ভূমি অস্থানান্তরযোগ্য :** ভূমি হলো একটি অ-স্থানান্তরযোগ্য উপাদান। মানুষ ইচ্ছা করলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভূমি স্থানান্তর করতে পারে না। তবে ভূমি মালিকানা পরিবর্তনযোগ্য।
ঘ. **ভূমি স্থায়ী উপাদান :** ভূমি হলো একটি স্থায়ী উপাদান। ভূমির অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে। ভূমি ক্রমাগত ব্যবহার করলেও এর অস্তিত্ব লোপ পায় না।
ঙ. **ভূমির উর্বরতা ও অবস্থানিক পার্থক্য :** ভূমির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উর্বরতা ও অবস্থানিক পার্থক্য। কোনো ভূমি বেশি উর্বর; আবার কোনো ভূমি কম উর্বর। কোনো ভূমি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত, আবার কোনো ভূমি দূরবর্তী বা দুর্গম এলাকায় অবস্থিত।

২. **শ্রম :** উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান হলো শ্রম। সাধারণ অর্থে শ্রম বলতে কেবল শারীরিক পরিশ্রমকে বুঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে এটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের সকল কর্ম প্রচেষ্টাকেই শ্রম বলা হয়। এ শ্রম শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, আইনজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির লোকের দৈহিক ও মানসিক সব কর্ম প্রচেষ্টাই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। শ্রম ছাড়া কোনো দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। এ জন্য ভূমির ন্যায় শ্রমকেও উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

ক. **শ্রম একটি সক্রিয় উপাদান :** ভূমির ন্যায় শ্রমও হলো উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। শ্রম উৎপাদনের একটি সক্রিয় উপাদান।
খ. **শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান :** শ্রমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি একটি জীবন্ত উপাদান। ভূমি ও মূলধন হলো প্রাণহীন জড় পদার্থ। কিন্তু শ্রম হলো জীবন্ত উপাদান।

গ. **শ্রম ও শ্রমিক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য :** শ্রমের বৈশিষ্ট্য হলো যে, শ্রম ও শ্রমিক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। শ্রমের উৎস হলো শ্রমিক। শ্রমকে শ্রমিকের কাছ থেকে পৃথক করা যায় না। শ্রমিক যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ শ্রম সচল থাকে।

ঘ. **শ্রম গতিশীল :** শ্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। শ্রমকে সহজেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় স্থানান্তর করা যায়। এটি একটি গতিশীল উপাদান।

ঙ. **শ্রম ক্ষণস্থায়ী :** শ্রম একটি ক্ষণস্থায়ী উপাদান। শ্রমকে সঞ্চয় করে রাখা যায় না। শ্রমিকের জীবন থেকে যে সময়টুকু অবহেলায় বা অন্য কোনো কারণে অতিবাহিত হয় তা আর কখনই ফিরে আসে না।

৩. **মূলধন :** মূলধন বলতে সাধারণত ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে বুঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে 'মূলধন' কথাটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কল-কারখানা প্রভৃতি মানুষের উৎপাদিত দ্রব্য যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে মূলধন বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত যে সব দ্রব্যসামগ্রী বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে 'মূলধন' বলা হয়।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

ক. মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। খ. মূলধন অতীত শ্রমের ফল। গ. মূলধন হলো মানুষের সঞ্চয়ের ফল। ঘ. মূলধন উৎপাদনশীল। ঙ. মূলধন সমজাতীয় নয়। চ. মূলধন একটি অস্থায়ী উপাদান। ছ. মূলধন গতিশীল।

সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষের সৃষ্ট যে সব দ্রব্যসামগ্রী বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অধিকতর উৎপাদনের জন্য পুনরায় ব্যবহৃত হয়, তাকেই মূলধন বলা হয়। অর্থনীতিবিদ **বম-বোয়ার্ক** যথার্থই বলেন, "মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।"

৪. **সংগঠন :** উৎপাদনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো সংগঠন। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করাকে 'সংগঠন' বলা হয়। অর্থনীতিবিদ **হ্যানি** বলেন, কোনো নির্দিষ্ট এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলা হয়। যিনি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের কর্মকালের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করেন তাকে উদ্যোক্তা বা সংগঠন বলা হয়। বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগে উদ্যোক্তা বা সংগঠকের দায়িত্ব অপরিসীম। অধ্যাপক **মার্শাল** উদ্যোক্তা বা সংগঠককে 'শিল্পের চালক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

ক. বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগে সংগঠনের দায়িত্ব পালনকারী তথা উদ্যোক্তা বা সংগঠক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ. উদ্যোক্তা বা সংগঠক উৎপাদনের সকল ঝুঁকি বহন করে।

গ. সংগঠক উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে।

ঘ. সংগঠনের মালিক তথা উদ্যোক্তাকে একটি জীবন্ত উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঙ. সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উৎপাদনের ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন– এ চারটি উপাদান একত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করে। অবশ্য উৎপাদনের প্রকৃতি অনুসারে উপাদানসমূহের গুরুত্বের কিছুটা তারতম্য ঘটে। যেমন– কৃষি, মৎস্য, পশুপালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন ও সংগঠন তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন– এ চারটি উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগ ছাড়া কোনো কিছুই উৎপাদন করা সম্ভবপর নয়।

■ প্রশ্ন : ৮ ॥ ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ বিস্তারিত আলোচনা কর।

[Discuss in details the reason of interest being unlawful in Islam.]

উত্তর ।। ভূমিকা : সুদ জুলুম বা শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদ মানবতার জন্য সর্বনাশা অভিশাপ এবং অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার। সুদভিত্তিক ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। এটি সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদি ব্যবস্থায় একদিকে অর্থের পাহাড় গড়ে ওঠে, অন্যদিকে অর্থহীন, ভূমিহীন শ্রেণি তৈরি হয়। এজন্যই ইসলামে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মাঝে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন প্রচলন ছিল, তেমনি প্রচলন ছিল সমাজ শোষণের হাতিয়ার সুদের। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুষম ও শোষণহীন অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রতীক 'মুনাফা' গ্রহণকে হালাল করেছে, আর হারাম করেছে শোষণের হাতিয়ার সুদকে।

➲ ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ

সুদ মানবিক অনাচার সৃষ্টি করে এবং সমাজকে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। তাই সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নিচে ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ হারাম হওয়ার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

ক. সুদ হারাম হওয়ার ধর্মীয় কারণ

১. **আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সুদ বা রিবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا

অর্থাৎ আর আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন, হারাম করেছেন সুদ। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে সফলকাম হতে পারো। (সূরা আলে ইমরান : ১৩০)

২. **আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা :** যারা সুদের লেনদেন করে তাদের অবস্থা হলো, তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আল কুরআনে তাই বলা হয়েছে :

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'তারপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যাও; কিন্তু তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়ে যাবে। তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না, না কেউ তোমাদের অত্যাচার করবে। (সূরা বাকারা : ২৭৯)

৩. **ভয়াবহ পাপ :** সুদের লেনদেন করার পাপ হচ্ছে সর্বাধিক জঘন্য, কুৎসিত এবং বীভৎস ধরনের। এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেছেন, 'সুদের গুনাহের তিয়াত্তরটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্নটি হচ্ছে ব্যক্তি কর্তৃক তার মাকে বিয়ে করার সমতুল্য'- মুসতাদরাকে হাকিম। আরেক হাদিসে বলা হয়েছে : জেনেশুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চাইতেও মারাত্মক পাপ।

৪. **জান্নাত লাভে ব্যর্থতা :** সুদি লেনদেন যারা করবে তাদের স্থান জাহান্নামে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থাৎ আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে (সুদি কারবার) তারাই জাহান্নামি হবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

খ. সুদ হারাম হওয়ার নৈতিক কারণ

১. **নৈতিকতা ধ্বংস করে :** সুদ ব্যক্তির নৈতিকতা ও ঈমানকে ধ্বংস করে। সুদখোর সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারে না। সুদি কারবারে নিয়োজিত লোকেরা সবসময় অধিক লাভের পেছনে ছুটে, ফলে তাদের মধ্যে নীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। সুদখোর ব্যক্তি অধিক লাভের প্রত্যাশায় অতি হীন ও কদর্য খাতেও তার অর্থ বিনিয়োগ করে।

২. **বিবেকহীন মানুষ তৈরি করে :** সুদখোর লোকেরা অর্থের লালসায় এতোটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, তারা তাদের হিতাহিত জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা কারো উপকার করে না। তার ভালোমন্দ বিচার করার অনুভূতিও লোপ পায়। অর্থের লিপ্সায় সুদখোর ইতর প্রাণীতে পরিণত হয়।

গ. সুদ হারাম হওয়ার সামাজিক কারণ

১. **সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় :** সুদি কারবারে জড়িত লোকেরা অন্যায়ভাবে মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে। ঋণগ্রহীতা অনেক সময় ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলেও ঋণদাতার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পায় না। অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তার সর্বস্ব বিক্রি করে মহাজনের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে মহাজন বা সুদি কারবারে নিয়োজিত লোকদের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়। সুদখোরের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে জন্ম নেয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

২. **দরিদ্রতার জন্ম দেয় :** সুদি কারবারের ফলে ধনীরা আরও ধনী হয়। সকল অর্থবিত্ত এসে কয়েকজনের হাতে জমা হয়। আর যারা ঋণগ্রহীতা তারা সুদের অর্থ পরিশোধ করতে করতে দিনকে দিন নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সুদের চক্রে পড়ে মধ্যবিত্তরা অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

৩. **শোষক শ্রেণির উদ্ভব ঘটায় :** সুদি কারবার সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং এতে ক্রমান্বয়ে একটি শোষক শ্রেণির উদ্ভব হয়। মহাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুদভিত্তিক ঋণ দিয়ে গরিব, মজুর, শ্রমিক, কৃষক ও নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জনগণের রক্ত শোষণ করে।

৪. **সামাজিক অবক্ষয় তৈরি করে :** সুদ সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টির পথে ভূমিকা রাখে। সুদখোরের যন্ত্রণায় ঋণগ্রহীতা যখন নিঃস্ব হয়, তখন তার মধ্যে বেঁচে থাকার তীব্র তাড়না সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায়, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ঋণগ্রহীতা অন্যপথ বেছে নেয় এবং সে চুরি, কালোবাজারি, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এতে সামাজিক অবক্ষয়ের পথ তৈরি হয়।

ঘ. সুদ হারাম হওয়ার অর্থনৈতিক কারণ

১. **অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করে :** সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনী ও পুঁজিপতি এবং শিল্প ব্যবসায়ের শ্রমিকদের মধ্যে এক স্থায়ী জুয়াখেলা এবং চিরন্তন বিরোধ সৃষ্টি করে। সুদের কারণে পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে অর্থনীতিতে তৈরি হয় অস্থিতিশীলতা।

২. **সম্পদ হ্রাস পায় :** সুদের পরিণাম ভয়াবহ। সুদখোর, সুদি কারবারি এবং সুদের ঋণগ্রহীতারা এই কারণে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। তাই রাসূল (স) যথার্থই বলেছেন, 'সুদ পরিমাণে বেশি দেখালেও তার পরিণতি শূন্য।' রাসূল (স) এর কথামতো সুদের ফলে সম্পদে ঘাটতি দেখা দেয়। তিনি বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে যদিও সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়ে, কিন্তু সুদের শেষ পরিণতি স্বল্পের দিকে।

৩. **অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে :** সুদের কারণে সমাজে চরম বৈষম্য জন্ম নেয়। এতে ধনী আরও ধনী হয়, দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। সুদের কারণে কোটি মানুষের অর্থসম্পদ ও আয় সমাজের অল্পকিছু পুঁজিপতি মানুষের হাতে গিয়ে জমা হয়। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ ড. শাখত সুদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুদখোরের মুঠোর মধ্যে চলে গেছে।'

৪. **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় :** সুদনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কেননা, এত উৎপাদিত পণ্যের স্বাভাবিক মূল্যের সাথে সুদের একটা অংশ যুক্ত হয়। ফলে দ্রব্যের স্বাভাবিক দামের চেয়ে বাজারদর বৃদ্ধি পায়।

৫. **মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে :** সুদের কারণে সম্পদের সুষমবণ্টন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের সকল উপার্জন কিছুসংখ্যক পুঁজিপতির পকেটে চলে যায়। ফলে মূল্যস্ফীতি ঘটে।

৬. **বেকারত্ব সৃষ্টি হয় :** নিশ্চিত সুদের আশায় মানুষ শিল্প-কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেয়ে সুদি কারবারে বেশি আগ্রহপোষণ করে। ফলে দেশে কল-কারখানা তেমন গড়ে ওঠে না। অথচ মানুষ বাড়ে, বাড়ে শ্রমশক্তি। আনুপাতিক হারে তাই বাড়তে থাকে বেকারত্ব। এভাবে একসময় বেকারত্ব তীব্র আকার ধারণ করে।

ঙ. সুদ হারাম হওয়ার রাজনৈতিক কারণ

১. সুদি কারবারে সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের অবস্থান হয়ে ওঠে অসম্ভব শক্তিশালী।

২. সুদের কারণে দেশে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরই প্রভাবে রাজনীতিতেও অস্থিরতা তৈরি হয়।

৩. সুদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার সমাজকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহবোধ করে না।

৪. সুদ সরকারের ওপর বৈদেশিক ঋণের বোঝা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়।

৫. সুদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেখানে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুদ কখনো মানুষের জন্য কল্যাণজনক নয়। কেননা তা অন্যের হক নষ্ট করে ভক্ষণ করতে হয়। তাই আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনস সুদের বিপর্যয় নিয়ে বেশ বিচলিত ছিলেন। তিনি সুদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।"

■ প্রশ্ন : ৯ ॥ অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর।
[Define economics. Discuss the scope or subject-matter of economics.]

উত্তর।। ভূমিকা : অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতা মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। অভাব পূরণের লক্ষ্যে মানুষকে তাই দৈনন্দিন জীবনে নানামুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। একদিকে মানুষকে অর্থ উপার্জন (সম্পদ সংগ্রহ) করতে হয়, অন্যদিকে অভাব পূরণের লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় করতে হয়। কীভাবে আয় উপার্জন হবে, আবার কীভাবে তা অভাব পূরণে ব্যয় হবে তা অর্থনীতির সাধারণ কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত।

➲ অর্থনীতির সংজ্ঞা

অর্থনীতির সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা কঠিন। কারণ, অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে সময়ের ব্যবধানে অর্থনীতির সংজ্ঞার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে।

অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Economics' প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Oikonomia' হতে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ গার্হস্থ্য পরিচালনা। গ্রিক দার্শনিক **এরিস্টটল** অর্থনীতিকে 'গার্হস্থ্য বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে **এ্যাডাম স্মিথ** এবং তাঁর অনুসারী অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. **এ্যাডাম স্মিথ** এর মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"

২. অর্থনীতিবিদ **জন স্টুয়ার্ট মিল** এর মতে, "অর্থনীতি হলো সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান।"

৩. অধ্যাপক **মার্শাল, ক্যানান, পিগু** প্রমুখ নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে "কল্যাণের বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন।"

৪. অধ্যাপক **মার্শাল** বলেন, "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life" অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।

৫. অধ্যাপক **এল. রবিন্স, কেয়ার্নক্রস, স্যামুয়েলসন** প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৬. অধ্যাপক **এল. রবিন্স** বলেন, "Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses." অর্থাৎ, অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্কবিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে।

৭. অর্থনীতিবিদ **স্টোনিয়ার** এবং **হেগ** বলেন, "অর্থনীতি মূলত স্বল্পতা এবং স্বল্পতাজনিত সমস্যাদির আলোচনার শাস্ত্র।"

৮. আধুনিক অর্থনীতির জনক **পি.এ. স্যামুয়েলসন** বলেন, "কীভাবে মানুষ ও সমাজ অর্থ দ্বারা এবং অর্থ ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য সম্পদকে বিভিন্ন উৎপাদন কাজে নিয়োগের জন্য নির্বাচন করে এবং কীভাবে সমাজ ও জনসাধারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের নিমিত্তে বণ্টন করে তার আলোচনাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।"

➲ অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তুও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** মানুষের সকল কার্য নিয়ে অর্থনীতি আলোচনা করে না। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কার্যাবলিই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। যে সমস্ত কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না অর্থাৎ যেসব কাজের কোনো বিনিময় মূল্য নেই সেসব কাজ অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়। অর্থনীতিবিদ **কেয়ার্নক্রস** (Cairncross) বলেন– "Economics studies the part played by money in human affairs." প্রকৃতপক্ষে, মানুষের কার্যাবলির যে অংশ অর্থের সাথে জড়িত সেই অংশের আলোচনাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

২. **উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কিত আলোচনা :** অর্থনীতি মানুষের অভাব পূরণের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কার্যাবলি আলোচনা করে। কীভাবে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন কাম্য স্তরে উপনীত করা যায় তাই অর্থনীতির অন্যতম বিষয়বস্তু। আবার, যেহেতু মানুষ যা উৎপাদন করে তার সবটাই নিজে ভোগ করে না। সেহেতু সমাজে বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় করে ভোগের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব পূরণ করে থাকে। এভাবে উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব পূরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। সে কারণে অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কিত কার্যাবলি আলোচিত হয়।

৩. **অভাব পূরণ :** অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রধান লক্ষ্যই হলো মানুষের অভাব মোচন। মানুষের অভাব অসীম, কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণসমূহ যথেষ্ট সীমিত। সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপকরণসমূহ কীভাবে কাজে লাগিয়ে অধিক উৎপাদন করা যায় এবং এর সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায় তাই অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়।

৪. **অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান :** সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি কেবল সমাজবদ্ধ বা সমাজে বসবাসকারী মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করে। অর্থাৎ সমাজ-বহির্ভূত কোনো অপ্রকৃতিস্থ বা ভাবপ্রবণ মানুষের কার্যাবলি অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়।

৫. **বিভিন্ন সংঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** সমাজে অনেক সংস্থা, সংগঠন, সমিতি এবং প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব প্রতিষ্ঠানের তদারকি পরিচালনা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

৬. **অর্থনীতি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান :** অর্থনীতি একটি প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ বিজ্ঞান। অধ্যাপক **এল রবিন্স, স্টিগলার, কেয়ার্নক্রস** প্রমুখ অর্থনীতিবিদের মতে, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করাই হলো অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু। কোনো কাজের 'মূল্য-বিচার' করা অর্থনীতির লক্ষ্য নয়; বরং যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে পারে তাই অর্থনীতি আলোচনা করে। কোনো কাজের ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত অর্থনীতির বিচার্য বিষয় নয়। মানুষের কার্যাবলির বস্তু-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

৭. **মানুষের যৌক্তিক আচরণ আলোচনা :** অর্থনীতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, প্রতিটি মানুষ যৌক্তিক আচরণ করে। যার ফলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পিছনে সর্বদাই সর্বোচ্চ তৃপ্তি কিংবা মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। অর্থনীতিতে মানুষের অযৌক্তিক কার্যকলাপ আলোকপাত করা হয় না। এজন্য পাগল বা উন্মাদের কার্যকলাপ অর্থনীতির আলোচনার বিষয় নয়।

৮. **সামগ্রিক কল্যাণসাধন :** মানুষের অভাব অসীম; কিন্তু অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদনের উপকরণসমূহের যোগান সীমিত। আর সীমিত যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে কীভাবে উৎপাদন সর্বোচ্চ করা যায় এবং কীভাবে সুষ্ঠু ও দক্ষ বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন করা যায়, তা অর্থনীতির বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

৯. **সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশক :** অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে কেবল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং মানুষের অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশক হিসেবেও কাজ করে। অর্থনীতি শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান দান করে না; বরং সে জ্ঞান দ্বারা সমাজের নানাবিধ সমস্যা সমাধানেরও দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই অর্থনীতিকে একাধারে 'আলোকবাহী বিজ্ঞান' (Light bearing) এবং 'ফলদায়ী বিজ্ঞান' (Fruit bearing) হিসেবে গণ্য করা হয়।

১০. **বিভিন্ন অর্থনৈতিক হাতিয়ার :** উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ, ব্যয় ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে সুশৃঙ্খল সম্পর্ক রাখার জন্য কতকগুলো অর্থনৈতিক হাতিয়ার যেমন– কর, মুদ্রা, সুদ, মুনাফা, ভাড়া, খাজনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সমস্ত অর্থনৈতিক হাতিয়ার অর্থনীতির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

১১. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কীভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে অগ্রগতির দিকে পরিচালনা করা যায় তাও অর্থনীতির বিষয়বস্তু। এজন্য অর্থনীতিকে ভবিষ্যতের আলোকদিশারী বলে আখ্যায়িত করা যায়।

১২. **বাজার অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদান :** পুঁজিবাদী মুক্তবাজার বা অবাধ বাজার অর্থনীতি কতকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেমন– প্রধান ৪টি উপাদান হলো : i. দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা; ii. ক্রেতা, ভোক্তা, সার্বভৌম ও ভোক্তার স্বাধীনতা; iii. বিক্রেতার সার্বভৌম; iv. বাজার প্রক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমেই দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো নৈতিক মানদণ্ড নেই। বাজার অর্থনীতির এ উপাদানগুলো নিয়ে অর্থনীতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে অন্যদিকে এসব সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে। আর অর্থনীতিকে কোনো এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়; এর পরিধি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত। সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে অর্থনীতির বিষয়বস্তু বা পরিধি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বস্তুত অর্থনীতিবিদগণ যা আলোচনা করেন তাই অর্থশাস্ত্রের আওতাভুক্ত। সুতরাং অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত।

■ প্রশ্ন : ১০ ॥ ইসলামি অর্থনীতি বলতে কী বুঝ? ইসলামি অর্থনীতির প্রকৃতি আলোচনা কর।

[What do you mean by Islamic economics? Discuss the nature of Islamic economics.]

উত্তর ।। ভূমিকা : অর্থনীতির আরবি প্রতিশব্দ আন-নিয়ামুল ইকতিসাদ। এটির উৎপত্তি 'কসদুন' (قَصْدٌ) মূল ধাতু থেকে। এর অর্থ হলো– রুচিসম্মত চাল-চলন, মধ্যমপন্থা। যেহেতু ইসলামি অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় অর্থনৈতিক জীবনযাপনের পদ্ধতি ও পন্থা নির্দেশ করে, এজন্য একে আন-নিয়ামুল ইকতিসাদ বলা হয়। একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি জীবন দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। তাই ইসলামি অর্থনীতি মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপর্ণ। এ অর্থনীতি চিরন্তন মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি, যা সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করে।

➲ ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা

প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা নিরূপণ করা খানিকটা সহজ হলেও ইসলামি অর্থনীতির বিশ্লেষণ বেশ জটিল। ইসলামি অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে, "মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের যাবতীয় পার্থিব সম্পদের সামগ্রিক কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামি অর্থনীতি।"

অন্যভাবে বলা যায়, "যে সমাজবিজ্ঞান ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে, তা-ই ইসলামি অর্থনীতি।"

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে দার্শনিকগণের অভিমত তুলে ধরা হলো–

১. অর্থনীতিবিদ **ড. এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর** মতামত হলো "Islamic economics is the muslim thinkers' response to the economic challenges of their times." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি সমকালীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাব।

২. অর্থনীতিবিদ **ড. এম. এ. মান্নান** বলেন, "Islamic economics is a social science which studies the economic problems of the people in the light of Quran and Sunnah." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।

৩. ইসলামি অর্থনীতিবিদ **Dr. Khorshed Ahmed** বলেন, "Islamic economics represents a systematic effort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হলো ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির সমস্যা ও ঐসব সমস্যার সমাধানে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে বোঝার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস।

৪. প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের **প্রফেসর ড. এম. এ. হামিদ** ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি হলো, ইসলামি বিধানের সেই অংশ, যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে।"

৫. ফার্সী ভাষায় লিখিত **'আখলাকে নাসিরী'** গ্রন্থের লেখক **মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী** (১২০১-১২৭৪) বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃত্তি ও জনকল্যাণের বিজ্ঞান।"

৬. **ইবনে খালদুন**-এর মতে, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে জনগণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।"

৭. প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **ড. মনজের কাহাফের** মতে, "An Islamic Economy is defined as an economy where the Islamic laws and institutions prevail; and where the majority of its individuals believe in the Islamic ideology and practice its way of life." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি বলতে এখন অর্থনীতিকেই বোঝায়, যেখানে ইসলামি আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্তিত্বশীল থাকে এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের পরিচালনা করে।"

৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ও ইসলামি অর্থনীতির খ্যাতিমান গবেষক **প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের** মতে, "ইসলামি অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বুঝায় যার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং পরিণাম ফল ইসলামি আকিদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়।"

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ **অধ্যাপক রায়হান শরীফের** মতে, "ইসলামি অর্থনীতি বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যার রীতিনীতি, বিধি, তত্ত্ব, তথ্য, সমস্যা ও সমাধানকে ইসলামি সমাজ ও জীবন দর্শনের কাঠামোর অন্তর্গত হিসেবে ধরে নেয়া হয়।"

১০. **প্রিন্স মুহাম্মদ আল-ফয়সাল আল সউদের মতে,** "Islamic Economics is the science of how man uses resources and means of production to study his worldly needs according to a predetermined Allah given code in order to achieve the greatest equity." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আওতায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মানুষের পার্থিব চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

➲ ইসলামি অর্থনীতির প্রকৃতি

বর্তমান বিশ্বে দু'টি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। একটি পুঁজিবাদ ও অপরটি সমাজতন্ত্র। এদুটি অর্থব্যবস্থা মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব মানব আজ এই উভয় প্রকার সমাজ ও অর্থব্যবস্থা হতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি পেতে চায়। একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থাই মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। তাদেরকে সঠিক কল্যাণের ও মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম। ইসলামি অর্থনীতির মধ্যেই এই প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইসলামি অর্থনীতির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **শরীয়তসম্মত পন্থায় উপার্জন :** জীবন জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ইসলাম কাউকে লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। জীবিকা অন্বেষণকালে সব সময় দুটি নীতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে–
   ১. জীবিকা হালাল হওয়া।
   ২. পবিত্র পথে উপার্জন করা।

২. **ইসলামি শরীয়াভিত্তিক :** ইসলামি অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা অনুসরণ করে। এর মূল উৎস হলো কুরআন মাজিদ ও হাদীস শরীফ। কুরআন-হাদিসে প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে কেয়াসের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। ইজমার মাধ্যমে এ অর্থব্যবস্থার বিধানসমূহ সুদৃঢ় হয়েছে। এভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের মাধ্যমে উৎসারিত অর্থব্যবস্থা হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা। এজন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থা মূলত ইসলামি শরীয়াভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৩. **উৎপাদন ও উপার্জন নীতি :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যা খুশি উৎপাদন করা যায় না, যেভাবে খুশি উপার্জনও করা যায় না। জনস্বাস্থ্য ও স্বার্থের জন্য হুমকি এমন সব উৎপাদন ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন এমন কোনো কিছুর উৎপাদন বৈধ নয়। উপার্জনের ক্ষেত্রেও হালাল উপার্জন বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ
অর্থ : "হালাল উপার্জন করা ফরযের চেয়েও ফরয।" একারণে লাভজনক হলেও ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মাদক দ্রব্য উৎপাদন ও বিপননের সুযোগ নেই। সুদ, ঘুষ, চুরি বা সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমেও ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় উপার্জন নিষিদ্ধ।

৪. **ব্যয়নীতি :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ইচ্ছেমতো যে-কোনো খাতে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নেই। কেবল হালাল পথে ব্যয় করা যাবে। হারাম বস্তু কেনা বা হারাম কাজ সম্পাদনে সম্পদ ব্যয়ের অনুমতি নেই। ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ ব্যয় করবে। অপব্যয় বা অপচয় করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

"তোমরা খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আরাফ : ৩১)

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অপচয়-অপব্যয়ের যেমন সুযোগ নেই, তেমনি এ ব্যবস্থায় কৃপণতারও অবকাশ নেই।

আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

"আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না। কার্পণ্যও করে না।" বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে। (সূরা ফুরকান : ৬৭)

নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের পর অর্থ অতিরিক্ত থাকলে তা অভাবী ও নিঃস্ব লোকদের কল্যাণে ব্যয় করবে। রাসূল (স) বলেন– "হে আদম সন্তান! তোমার জন্য তা হবে কল্যাণকর, যদি তুমি তোমার অতিরিক্ত অর্থ অভাবীদের অভাব মোচন ও দীনের কাজে খরচ কর।" (সুনানে তিরমিযি)

৫. **সুদমুক্ত :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সব লেনদেন সংঘটিত হবে সুদমুক্ত। এ ব্যবস্থায় কোনো ক্ষেত্রেই সুদভিত্তিক লেনদেন হালাল রাখা হয়নি। সুদ নিষিদ্ধ করে শোষণের পথ বন্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আর আল্লাহ ব্যবসায় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রচলন নেই। রাসূল (স) সুদসংশ্লিষ্ট সবার জন্য আল্লাহর অভিশম্পাত কামনা করেছেন।

৬. **সঞ্চয়নীতি :** প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয়ে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তোলা কিংবা নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অভাব অনটনে সাহায্য না করে সম্পদ সঞ্চয় করা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং নিঃস্ব ও দুঃস্থদের প্রয়োজনে সঞ্চিত সম্পদ দান না করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

"যারা সোনা ও রূপা সঞ্চয় করে রাখে কিন্তু তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।" (সূরা তাওবা : ৩৪)

৭. **সম্পদের মালিকানা :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তায়ালার। মানুষ প্রকৃত মালিক নয়। বরং আল্লাহর পক্ষে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক। ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষকে সম্পদ ব্যবহারের যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে, সীমিতার্থে তাকেও মালিকানা বলা হয়। সে হিসেবে এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তবে তা পুঁজিবাদের মতো অবাধ এবং স্বেচ্ছাচারী নয়। আবার সমাজবাদের মতো সামষ্টিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাও নয়। বরং এ হলো আল্লাহ তায়ালার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিমালিকানা।

৮. **বণ্টন নীতি :** ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টননীতি অনুসৃত হয়। এখানে কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে না আবার কারো পক্ষে নিঃস্ব থাকারও সুযোগ নেই। এ ব্যবস্থায় ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার সুনির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা জারিয়াত : ১৯)

৯. **যাকাতভিত্তিক :** ইসলামি অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক পরিচালিত হয়। কোনো মুসলিম ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ অর্থ পূর্ণ এক বছর অতিরিক্ত থাকলে বছর শেষে তাকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হয়। যাকাতলব্ধ অর্থ কিছু সুনির্দিষ্ট খাতে কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হয়। এর ফলে সমাজের নিঃস্ব ও অভাবী মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়। সমাজ অভাব মুক্ত হয়, মানুষের মধ্যে বিত্ত ও ঐশ্বর্যের ব্যবধান কমে আসে। ইসলামি অর্থব্যবস্থার পুরো আর্থিক অবকাঠামো যাকাতের ভিত্তিতে আবর্তিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (اَلْبَقَرَة : ৪৩ + ১১০)

১০. **বায়তুলমাল ব্যবস্থা :** ইসলামি অর্থনীতি বায়তুলমালভিত্তিক। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অর্থপ্রশাসন হলো বায়তুলমাল। রাষ্ট্রের সব আয় বায়তুলমালে জমা হয়। লোকেরা দীনি দায়িত্বানুভূতি নিয়ে যাকাতসহ সব অনিবার্য ও ঐচ্ছিক দান বায়তুলমালে প্রদান করে। এ অর্থব্যবস্থায় বায়তুলমাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১১. **হালাল-হারাম নির্ধারণ :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সব রকমের অর্থ-সম্পদের হালাল-হারাম সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে জন্য ইসলামি আদর্শের অনুসারী লোকদের অর্থ উপার্জন ও আয়ে যেমন হালাল-হারাম মেনে চলতে হয়, তেমনি সম্পদ ব্যয় ও ভোগের ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের সীমা-পরিসীমা মেনে চলতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"আর আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বিষয়সমূহ হালাল করেছেন এবং তাদের ওপর অপবিত্র বস্তুসমূহ ব্যবহার হারাম করেছেন।" (সূরা আরাফ : ১৫৭)

১২. স্বার্থসংরক্ষণ : ইসলামি অর্থনীতি ধনী, গরিব, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিতদের স্বার্থরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যায়ভাবে কারো অর্থসম্পদ ভোগ দখলের সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۔ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ۔ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا۔

"আর তোমরা ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং পবিত্র সম্পদের সাথে অপবিত্র সম্পদ বদলাবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে তাদের সম্পদ আত্মসাত করবে না। এটা মহাপাপ।" (সূরা নিসা : ২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– "যে ব্যক্তি অন্যের এক টুকরো জমি জোর করে দখল করে নিয়েছে, কেয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তর জমি বেড়ি করে পরিয়ে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৩. অর্থনৈতিক সদাচার ও সুবিচার : ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচার এবং ইহসান বা সদাচার নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নিজের হক বুঝে নেওয়া ও অন্যের হক আদায় করে দেওয়ার ব্যাপারে এ ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهٗ

"ঘাম শুকোবার আগে শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দাও।" (সুনানে নাসায়ি)

১৪. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা : ইসলামি অর্থনীতিতে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের মৌল মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থায় এমনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে সমাজের কোনো পর্যায়ের মানুষকেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন নিয়ে চিন্তিত হতে না হয়।

১৫. আর্থিক দুর্নীতি উচ্ছেদ : ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থসংশ্লিষ্ট সব দুর্নীতি ও অনাচার হারাম করা হয়েছে। পৃথিবীতে শাস্তির বিধান দিয়ে এবং পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তির ভয় দেখিয়ে এ ব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ.

"দাম বাড়ার আশায় যে লোক খাদ্যসামগ্রী চল্লিশ দিন ধরে মজুদ রাখে, তার সাথে আল্লাহর এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ فِى النَّارِ

"ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহিতা জাহান্নামে থাকবে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন– "পুরুষ চোর বা নারী চোর তাদের উভয়ের দু'হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড।"

১৬. আখিরাতভিত্তিক : ইসলামি অর্থনীতি আখিরাতভিত্তিক। এ ব্যবস্থায় মানুষের পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পাশাপাশি আখিরাতের সুখ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। এ লক্ষ্যে আখিরাতের জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে বা আখিরাতে আল্লাহর শাস্তির কারণ হতে পারে, এমন সব বিষয়ের অর্জন ও ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ।

উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি অর্থনীতি তার জীবন দর্শন হতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এটি জীবনঘনিষ্ঠ ব্যবস্থা। এটি মূলত ইসলামের বিরাট, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য অংশ মাত্র।

খ বিভাগ– সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

মান– ৫ × ৪ = ২০

■ প্রশ্ন : ১১ ॥ মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[Make a distinction between profit and interest.]

উত্তর ।। ভূমিকা : মুনাফা ও সুদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অনেকে আছেন যারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুদকে মুনাফার সাথে এক করে দেখার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিও মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না। বিশেষ করে ব্যক্তিপর্যায়ে একজন সুদখোর এবং একজন ব্যবসায়ীর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হলেও সনাতন সুদি ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হন। অর্থনীতিতে মুনাফা ও সুদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

➲ মুনাফা ও সুদের পার্থক্য

মুনাফা ও সুদের পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মুনাফা	সুদ
১. আভিধানিক	মুনাফা বা লাভ এর শাব্দিক অর্থ কারবারে সাধিত প্রবৃদ্ধি। ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয় তাই মুনাফা।	সুদ বা রিবা-এর শাব্দিক অর্থ আধিক্য, বৃদ্ধি, বিকাশ, অতিরিক্ত সংযোজন, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি।

পার্থক্যের বিষয়	মুনাফা	সুদ
২. ভিত্তি	মুনাফা বা লাভের সম্পর্ক ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সাথে। মুনাফার ভিত্তি হলো প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় কিংবা লাভ-লোকসান অংশীদারি ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা।	সুদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকেই সুদের উৎপত্তি।
৩. উৎপত্তি	দু'প্রকার পণ্যের লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় এবং তা থেকে লাভ বা মুনাফা আসে। মুনাফা মূলত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্রয়বিক্রয় অথবা ব্যবসায় স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্জিত হয়।	একজাতীয় লেনদেনের সুদ হয়। সুদের বেলায় ক্রয়বিক্রয়, রূপান্তর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
৪. নির্ধারক উপাদান	মুনাফা হওয়া না হওয়া কিংবা কম-বেশি হওয়া নির্ভর করে অনুকূল বাজার চাহিদার ওপর।	সুদের নির্ধারিত উপাদান তিনটি : সময়, সুদের হার ও মূলধনের পরিমাণ। কোনো মূলধনের সুদ ঋণের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।
৫. প্রক্রিয়া	মুনাফা পণ্য বা সেবা ক্রয়বিক্রয় প্রক্রিয়ায় মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ।	সুদ ঋণের বর্ধিত অংশ।
৬. শোষণ	মুনাফা শোষণ প্রতিরোধ করে।	সুদ শোষণের হাতিয়ার।
৭. অবক্ষয়	মুনাফা মানুষকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।	সুদ সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। সুদের অভিশাপ মানুষকে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে।
৮. উৎপাদন	মুনাফা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কেননা মুনাফার জন্য মানুষকে উৎপাদন করতে হয়।	সুদ উৎপাদনের বিরাট অন্তরায়। নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন আয়ের আশায় মানুষ সুদে বিনিয়োগ করে।
৯. নিশ্চয়তা	মুনাফা অনিশ্চিত। কেননা বিক্রেতার লাভ হতেও পারে আবার লাভ নাও হতে পারে।	সুদে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত; কিন্তু ঋণগ্রহীতার লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের পরিপন্থি। সুদ বিলোপ করে লাভ-লোকসান অংশীদারিভিত্তিক ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু করা হলে ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টিত হবে এবং ব্যবসায়ে আগ্রহ বহাল থাকবে। অপরদিকে মুনাফা হলো উৎপাদকের ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার। একজন উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে যা আয় করে তা থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো মুনাফা। অর্থাৎ, মুনাফা হলো দ্রব্যের উদ্বৃত্ত মূল্য। মুনাফার উদ্দেশ্যেই উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

■ প্রশ্ন : ১২ ॥ তাকাফুল বা ইসলামি বিমা কী? [What is Takaful or Islamic insurance?]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইসলামি শরীয়তের বিধান ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে ইসলামি আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিমা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার নাম ইসলামি বিমা। ইসলামি বিমা একটি আর্থসামাজিক সহযোগিতা সংস্থা। ভালো কাজে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে নির্দেশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, সে নির্দেশের আলোকেই বিমাব্যবস্থায় 'তাকাফুল' বা ইসলামি বিমার যাত্রা আরম্ভ হয়।

➲ ইসলামি বিমার সংজ্ঞা

ইসলামি বিমার আরবি প্রতিশব্দ হলো التكافل الاسلامى; তাকাফুল শব্দের অর্থ– যৌথ গ্যারান্টি, যৌথ জামিননামা, সামষ্টিক নিশ্চয়তা প্রভৃতি। ইসলামি বিমা বা তাকাফুল বলতে এমন এক বিমাব্যবস্থাকে বুঝায়, যে বিমা ইসলামি শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চলে, সম্পূর্ণ সুদমুক্ত থাকে। একটি শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয়।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. প্রখ্যাত ইসলামি বিমা ব্যক্তিত্ব **এম. তাজুল ইসলামের** মতে, "তাকাফুল হলো একদল সদস্য বা অংশগ্রহণকারীর মধ্যে একটি চুক্তি যাতে তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের জন্য চুক্তিতে উল্লিখিত ক্ষতি বা লোকসানের ক্ষতিপূরণের যৌথ জামানত দিতে সম্মতিভুক্ত হয়।"

২. **মালয়েশিয়ান তাকাফুল আইন ১৯৮৪-তে** তাকাফুলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "তাকাফুল মানে হচ্ছে, এটা এমন একটি প্রকল্প ব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্থিক সহায়তার জন্য সম্মত থাকে।" (Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance, which provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need whereby the participants mutually agree to contribute for the purpose.)

৩. সিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বারহাদ এ (Syarikat Takaful Malaysia Berhad– STMB) এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান **ড. আবদুল হালিম বিন হাজী ইসমাঈল** তাকাফুলের যে নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে, "বিমার মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণের শরিয়াহসম্মত ব্যবসায় মূলত ইসলামি নীতিমালা আল-তাকাফুল এবং আল-মুদারাবার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে আল-তাকাফুলের অর্থ হচ্ছে, এক দলের সদস্যদের মধ্যে স্বেচ্ছায় একে অন্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুনাফার ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগ এর জন্য অর্থ প্রদানকারী (অংশগ্রহীতা) এবং উদ্যোক্তা যিনি প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তাদের মধ্যে একটি চুক্তি। কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি বিমাব্যবস্থা বা তাকাফুল ব্যবসায় অর্থ হচ্ছে, এটা একটি মুনাফায় অংশগ্রহণ ও ভাগাভাগি করার জন্য এমন একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ যা দ্বারা একটি কোম্পানি 'অপারেটর' এবং একটি দলবদ্ধ অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি যার মাধ্যমে পরস্পর স্বেচ্ছায় একে অন্যের বিপদে ও ক্ষতিতে পরস্পরকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করে।"

৪. **কাজী মোঃ মোরতুজা আলীর** মতে, তাকাফুল হচ্ছে, "একজনের প্রয়োজনে অন্যজন শরিক হওয়া। তাকাফুল স্কিমের অধীনে এর সদস্যগণ কিংবা অংশগ্রহণকারিগণ দলবদ্ধভাবে এ কথায় সম্মত হন যে, তাদের নিজেদের যে-কোনো নির্দিষ্ট দুর্বিপাকে বা দুর্ঘটনায় লোকগণ ক্ষতির বিপরীতে বিপদ লাঘবের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।" (Takaful means to take care of ones needs under takaful scheme the member or the participants in a group agree to jointly guarantee themselves against loss or damage counsel by specified perils.)

উপসংহার : সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি বিমা (তাকাফুল) বলতে এমন বিমাব্যবস্থাকে বোঝায়, যা একটি শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইসলামি শরীয়াহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে, সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত লেনদেন করে এবং বিমার সদস্যদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে পারস্পরিক ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

■ প্রশ্ন : ১৩ ॥ যাকাতের নিসাব আলোচনা কর। [Discuss the Nisab of Zakat.]

উত্তর ।। ভূমিকা : ইসলাম ক্রমবর্ধনশীল ধনসম্পদের যে-কোনো পরিমাণের ওপরই যাকাত ফরয করেনি, তা যতই দুর্বল ও ক্ষীণ হোক না কেন; বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া অপরিহার্য। ফিকহের পরিভাষায় তাকেই 'নিসাব' বলে। নিজ ও পরিবারের ভরণপোষণ বাদে অতিরিক্ত ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ অথবা অর্থের অধিকারী হলে যাকাত ফরয হয় এবং যা থেকে কম হলে যাকাত ফরয হয় না, ঐ পরিমাণ সম্পদকে ইসলামি পরিভাষায় নিসাব বলা হয়।

➲ যাকাতের নিসাব

যাকাতের নিসাব নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব :** স্বর্ণ বা রৌপ্য যে-কোনো আকারে থাকুক না কেন এবং ব্যবহার্য অলংকার, পাত্র ইত্যাদি বানানো হলেও তাতে যাকাত ফরয হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ ও পরিমাপ সংক্রান্ত প্রাচীন একক যেমন– রতল, কিরাত, মিসকাল, আউকিয়া, কায়ল, ওজন, দিরহাম ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কথা প্রচলিত আছে। তবে সামগ্রিকভাবে সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ স্বর্ণ বা এর তৈরি অলংকার, রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি বা এর অলংকার অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়ই থাকলে উভয়েরই মোট মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্যের সমান হলে, তার বাজার মূল্যের ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

২. **নগদ টাকা ও মজুদ সম্পদের যাকাত :** নগদ টাকা বা মজুদ ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্যের মূল্যমানের বেশি হলে তার ওপর শতকরা ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

৩. **ব্যবসায় পণ্যের যাকাত :** ব্যবসায়-বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের যাকাত নিরূপণকালে বছর শেষে হিসাব সমাপ্তি দিবসে যে সম্পদ থাকবে, তাই সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার ওপর যাকাত দিতে হয়। ব্যবসায়ের মজুদ পণ্যের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের বেশি হয় তার ওপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হয়।

৪. **কৃষি সম্পদের যাকাত :** কৃষি উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে যে যাকাত আদায় করতে হয় তার নাম উশর। এক্ষেত্রে নিসাব হলো কৃষিপণ্য যদি পাঁচ অসাক বা সাড়ে ২৬ মন (৬৫৩ কিলোগ্রাম) বা তার বেশি হয়, তাহলে সেচবিহীন জমির ফসলের শতকরা ১০ ভাগ এবং সেচ প্রদানকৃত জমির ফসলে শতকরা ৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। মধুর নিসাবও কৃষিপণ্যের অনুরূপ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যাকাত বিভিন্ন সম্পদেরও বিভিন্ন হারে বর্ণিত নিসাব অনুসারে আরোপ করা হয়। আর এই নিসাব অনুযায়ী যাকাত প্রদান করার জন্য ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি এই নিসাব অনুযায়ী যাকাত আদায় না করে তাহলে তার যাকাত আদায় যথাযথ হবে না।

■ প্রশ্ন : ১৪ ॥ অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা কর। [Discuss nature and scope of economics.]

উত্তর ।। ভূমিকা : অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি জানতে হলে অবশ্যই প্রথমে অর্থনীতির সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। অর্থনীতি একটি গতিময় বিষয়। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সমস্যা জটিল হচ্ছে, চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটছে এবং কর্মকাণ্ডের পরিধিও বাড়ছে। ফলে অর্থনীতি বিষয়ক সনাতনী চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটছে।

➲ অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি

অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তুও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** মানুষের সকল কার্য নিয়ে অর্থনীতি আলোচনা করে না। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কার্যাবলিই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। যে সমস্ত কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না অর্থাৎ যেসব কাজের কোনো বিনিময় মূল্য নেই সেসব কাজ অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়। অর্থনীতিবিদ **কেয়ার্নক্রস (Cairncross)** বলেন– "Economics studies the part played by money in human affairs." প্রকৃতপক্ষে, মানুষের কার্যাবলির যে অংশ অর্থের সাথে জড়িত সেই অংশের আলোচনাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

২. **উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কিত আলোচনা :** অর্থনীতি মানুষের অভাব পূরণের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কার্যাবলি আলোচনা করে। কীভাবে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন কাম্য স্তরে উপনীত করা যায় তাই অর্থনীতির অন্যতম বিষয়বস্তু। আবার, যেহেতু মানুষ যা উৎপাদন করে তার সবটাই নিজে ভোগ করে না। সেহেতু সমাজে বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় করে ভোগের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব পূরণ করে থাকে।

৩. **অভাব পূরণ :** অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রধান লক্ষ্যই হলো মানুষের অভাব মোচন। মানুষের অভাব অসীম; কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণসমূহ যথেষ্ট সীমিত। সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপকরণসমূহ কীভাবে কাজে লাগিয়ে অধিক উৎপাদন করা যায় এবং এর সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায় তাই অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়।

৪. **অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান :** সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি কেবল সমাজবদ্ধ বা সমাজে বসবাসকারী মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করে। অর্থাৎ সমাজ বহির্ভূত কোনো অপ্রকৃতিস্থ বা ভাবপ্রবণ মানুষের কার্যাবলি অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়।

৫. **অর্থনীতি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান :** অর্থনীতি একটি প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ বিজ্ঞান। অধ্যাপক **এল রবিন্স, স্টিগলার, কেয়ার্নক্রস** প্রমুখ অর্থনীতিবিদের মতে, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করাই হলো অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু। কোনো কাজের 'মূল্য বিচার' করা অর্থনীতির লক্ষ্য নয়; বরং যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে পারে তা-ই অর্থনীতি আলোচনা করে। কোনো কাজের ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত অর্থনীতির বিচার্য বিষয় নয়। মানুষের কার্যাবলির বস্তু-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করাই হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতি একটি চলমান বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতির সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয় অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি আলোচ্য বিষয়ের। ফলে অর্থনীতির প্রকৃতি ও পরিধি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়।

■ প্রশ্ন : ১৫ ॥ মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বুঝ? [What do you mean by inflation?]

উত্তর ।। ভূমিকা : মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যে অবস্থায় মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত কমতে থাকে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। সাধারণত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশি দেখা যায়। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে বাজারে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ক্রয় করতে বেশি পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

➲ মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলা যায়, যে পরিস্থিতিতে দ্রব্যসামগ্রী বৃদ্ধির তুলনায় মুদ্রা ও ব্যাংক ঋণের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। যখন মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায়; কিন্তু দ্রব্য ও সেবার যোগান সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না তখন মুদ্রার মূল্যের স্থিতিসাম্যে অসমতা দেখা দেয়। ফলে দেশে সাধারণত দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

১. অর্থনীতিবিদ **ক্রাউথার (Crowther)** বলেন, মুদ্রাস্ফীতি হলো এমন এক অবস্থা যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

২. অর্থনীতিবিদ **কুলবর্ণ (Coulborn)** এর মতে, "মুদ্রাস্ফীতি হলো এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়।" (Inflation is such a situation when too much money chases too few goods)

৩. অধ্যাপক **হট্রে (Hawtrey)** বলেন, "অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।" (Too much supply of money is inflation.)

৪. অধ্যাপক **পিগু** বলেন, "যখন আয়-সৃষ্টিকারী কাজ অপেক্ষা মানুষের আর্থিক আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।" (Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income-earning activity.)

৫. অধ্যাপক **স্যামুয়েলসন** এর মতে, "দ্রব্যসামগ্রী এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে সাধারণভাবে তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।" (By inflation are mean a time of generally rising prices of goods and factors of production.)

৬. **লর্ড কেইনস** এর মতে, যখন দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি হয় তখন সেই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া। এটি কেবল উচ্চ দ্রব্যমূল্য নির্দেশ করে না, একই সাথে মোট চাহিদা ও যোগানের অভারসাম্যহেতু মুদ্রাস্ফীতি জন্ম নেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে। সুতরাং যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

■ প্রশ্ন : ১৬ ॥ ইসলামে শ্রম নীতির ব্যাখ্যা কর। [Explain the labour policy in Islam.]

উত্তর।। ভূমিকা : আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শ্রম বিভাগ। বর্তমান যুগে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কোনো না কোনোভাবে শ্রম বিভাগের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাই প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে শ্রমবিভাগ বা কর্মবিভাগ সম্পর্কে। ইসলামে শ্রম নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

➲ ইসলামে শ্রম নীতি

প্রচলিত অর্থনীতিতে শ্রমের সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে মানুষের সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেই শ্রম বলে; কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতিতে সকল পরিশ্রমকেই শ্রম বলা হয় না। কেউ যদি নিজ আনন্দে খেলাধুলা করে পরিশ্রান্ত হয় এবং এর কোনো অর্থনৈতিক মূল্য না থাকে, তবে তাকে শ্রম বলা হয় না। বস্তুত মানুষের যে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ অর্জন করা যায়, তাকেই শ্রম বলে।

ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমের সংজ্ঞা : মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে ইসলামি পরিভাষায় শ্রম বলে। এ অর্থে কোনো কোনো শ্রমের অর্থনৈতিক বিনিময় নাও থাকতে পারে। যেমন– রোগাক্রান্ত প্রতিবেশীর সেবা, দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর থাকা, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নেয়া, পরিবার-পরিজনের আদর যত্ন ও ভালোবাসার কাজ ইত্যাদি।

ইসলামি অর্থনীতিতে আখিরাতের জন্য মানুষের দুনিয়ার কার্যাবলিকে ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۔ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের দিকে পথ দেখাব কি, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? আর সে ব্যবসায় হচ্ছে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। (সূরা সফ : ১০)

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, প্রচলিত অর্থনীতির ধারণা থেকে ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমের ধারণা ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। প্রচলিত অর্থনীতিতে উৎপাদনে নিয়োজিত পরিশ্রমকে শ্রম বলে গণ্য করা হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে পরিশ্রমের মূল্য আছে বটে, তবে যে-কোনো কায়িক, মানসিক পরিশ্রম ও আত্মিক শ্রম যা সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত, সবকিছুই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, প্রচলিত অর্থনীতিতে শ্রম একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তবে যে নৈতিকতার প্রশ্নে সবধরনের কর্মকে শ্রম বলা যায়, সে নৈতিকতা-ই শ্রমকে বিক্রয়ের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়।

■ প্রশ্ন : ১৭ ॥ বাংলাদেশের পাঁচটি ইসলামি ব্যাংকের নাম লেখ। [Write down the name of five Islamic banks in Bangladesh.]

উত্তর।। ভূমিকা : ১৯৬৩ সালে মিশরে 'সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং ধারার যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, ধীরে ধীরে তার প্রভাব অন্যান্য মুসলিম দেশেও পড়তে থাকে। মুসলিম বিশ্বের ইসলামি চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসলামি অর্থনীতির বাস্তবায়ন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের কাজ এগিয়ে চলে। এক্ষেত্রে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ১৯৭৪ সালে জেদ্দা সম্মেলনে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। আইডিবি'র প্রচেষ্টায় দেশে দেশে শুরু হয় ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপক তৎপরতা। বাংলাদেশও এ মহান প্রয়াসে এগিয়ে আসে।

➲ বাংলাদেশের পাঁচটি ইসলামি ব্যাংক

নিম্নে বাংলাদেশের পাঁচটি ইসলামি ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হলো–

ক্রম	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
১.	ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	৩০ মার্চ, ১৯৮৩
২.	আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক পিএলসি	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
৩.	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক (প্রথমে আল বারাকাহ ব্যাংক লিমিটেড পরে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড)	২০ মে, ১৯৮৭
৪.	শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক পিএলসি	১০ মে, ২০০১
৫.	সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক পিএলসি (পূর্বে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড)	২২ নভেম্বর, ১৯৯৫

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি ব্যাংক বিকাশমান ধারায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নানা প্রতিকূল অবস্থা, বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা সাফল্যজনক অবস্থানে আছে; উত্তরোত্তর এর উন্নতি ও অগ্রগতি হবে এটাই সকলে প্রত্যাশা করে।

■ প্রশ্ন : ১৮ ॥ উপযোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। [Write the characteristics of utility.]

উত্তর।। ভূমিকা : সাধারণ অর্থে উপযোগ হলো কোনো জিনিসের উপকারিতা। কিন্তু অর্থনীতিতে 'উপযোগ' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে উপযোগের অর্থ তৃপ্তি, উপকারিতা বা অভাব পূরণের ক্ষমতা। কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

➲ উপযোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ

উপযোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. উপযোগ একটি মানসিক ধারণা; ২. উপযোগ ভোগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়; ৩. ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগ বিভিন্ন রকম হয়; ৪. উপযোগ সংখ্যার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য; ৫. ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযোগ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে; ৬. উপযোগ নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয় না; ৭. উপযোগ অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।

উপসংহার : সুতরাং উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা, যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর অভাব অনুভব করে থাকে। এ অভাব মেটানোর জন্য মানুষের যেসব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় সেগুলোর উপযোগ রয়েছে।

■ প্রশ্ন : ১৯ ॥ ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ লিখ। [Write the mode of operations of an Islamic Bank.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি শরীয়তের নীতিমালার অনুসরণে এটি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কুরআন ও হাদীসের আইনের অনুসরণে এর যাবতীয় কার্যক্রম ও লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর অনুমোদিত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এটি ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা প্রদান করে।

➲ ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ

নিচে একটি ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **আমানত গ্রহণ :** জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করা এবং এর লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলির অংশ। সুদমুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হবার কারণে এর আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

২. **সঞ্চয় সমাবেশকরণ :** ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঞ্চয় সমাবেশ করা। কেননা সামাজিক কল্যাণে সঞ্চয় সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. **ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ :** সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ বলতে অর্থলগ্নীকে বুঝায়। ব্যবহারিক দিক থেকে সুদভিত্তিক ব্যাংক এবং ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিনিয়োগ শব্দটির পার্থক্য অনেক। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শেয়ার, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে যে অর্থলগ্নী করে তাকে বিনিয়োগ বলা হয়; কিন্তু ইসলামি ব্যাংক উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) ছাড়া অন্য সব ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনকে বিনিয়োগ নামে অভিহিত করে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ তাদের সব ধরনের অর্থলগ্নী সুদের ভিত্তিতে করে; কিন্তু ইসলামি ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রম লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করে। অন্যান্য ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রমে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না; কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হয়, যা একটি শরীয়া বোর্ড তদারকি করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো বিশেষ গ্রুপ বা বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয়; বরং সমগ্র উম্মাহ (জাতি)-র জন্য কাজ করে। এ ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সুযোগ-সুবিধা সমগ্র জাতির মধ্যে বণ্টন করে। ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপ বিশেষকে একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা প্রদান না করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।